অমুসলিম মনীষীদের চোখে

আমাদের প্রিয়নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

উবায়দুর রহমান খান নদভী

অমুসলিম মনীষীদের চোখে

আমাদের প্রিয়নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

উবায়দুর রহমান খান নদভী

প্রধান সম্পাদক ঃ ইসলামিক ইনস্টিটিউট জার্নাল
পরিচালক ঃ ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

www.pathagar.com

অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয়নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

উবায়দুর রহমান খান নদভী

প্রকাশনায়ঃ
ম্যানেজিং পার্টনার,
কিতাব কেন্দ্র
জিপিও বক্স নং-৩২৯২, ঢাকা-১০০০

স্বত্বঃ লেখকের

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর -১৯৯২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুলাই-২০০০

দাম ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

OMUSLIM MONISHIDER CHOKHE AMADER PRIO NABI (SM) comments of Renowned Non Muslims on our Prophet (sm) by Ubaidur Rahman Khan Nadwi in Bangla. Published by Managing Partner, Kitab Kendra, G.P.O. Box No-3292, DHAKA-1000 Bangladesh, in September-1992, 2nd Edition. July-2000. Price-50 Taka only, U.S. Dollar 5.00

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, রাবেতা সর্বোচ্চ নির্বাহী পরিষদ সদস্য, মাসিক মদীনা সম্পাদক, হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান-এর

বাণী

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চন্দ্র সূর্যের চাইতেও সুস্পষ্ট ও দেদীপ্যমান। দুনিয়ার এমন কোন বিবেকবান মানুষ নাই যার দৃষ্টিতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নন। এরপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারো সুখ্যাতি বা উত্তম মন্তব্যের প্রয়োজন পড়ে না। এতদসত্বেও স্থূলবুদ্ধির মানুষের সামনে তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক এবং শ্রেষ্ঠত্বের দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা উম্মত হিসাবে আমাদের দায়িত্ব। কেননা, বৈরী প্রচারণার ঘূর্ণিপাকে পতিত অনেকেরই বহু ভুল ধারণায় পতিত হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

সে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই পরম স্নেহভাজন তরুণ লেখক উবায়দুর রহমান খান নদভী সমকালীন বিশ্বে বহুল আলোচিত কতিপয় মনীষীর মন্তব্য বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকগণের সামনে তুলে ধরেছে। এ বইটি বিশেষতঃ নতুন যুগের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য উপকারী হবে বলে আমার ধারণা। আমি দু'আ করি, আল্লাহ পাক লেখকের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আশা করি বিজ্ঞ পাঠকগণ এ বইটির দ্বারা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি এর লেখক ও প্রকাশক সংস্থাটির জন্য দু'আ করবেন।

(মুহিউদ্দীন খান)

www.pathagar.com

বিনীত নিবেদন

দয়াময় মায়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি বিনীত এই নিবেদন। প্রিয়তম নবীর প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম যার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাই এই বইয়ের বিষয়বস্তু। "বইটি কিন্তু সব ধরণের পাঠকেরই পছন্দ হবে। বিশেষতঃ আল্লাহর রাসূলের প্রতি যাদের একটু বেশী ভক্তি-ভালবাসা তাদের কাছে এই বই আরো বেশী ভালো লাগবে। আর সীরাত নিয়ে যারা গবেষণা করেন বা এ সম্পর্কে ভাষণ বক্তৃতা দেন, প্রবন্ধ-রচনা লিখেন তাদের কাছে তো এ বইটি যারপর নাই আদর পাবে।" এ সবই কিন্তু আমার শুভার্থী ও সুহৃদ শ্রেণীর উক্তি। সুধী পাঠক সমাজের প্রতিক্রিয়াই বইয়ের ভালো লাগা, মন্দ লাগার ফয়সালা দেবে। এ প্রসঙ্গে আমার আর কিছু বলার নেই। তবে যে বিষয়টি আমি বলবো তা হলো এই যে, আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিটি ঈমানদারের মনে তার বোধ শক্তি জাগ্রত হওয়ার পর থেকেই সগৌরবে বিদ্যমান থাকে। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় মনীষী চিন্তাবিদ, উলামা, দার্শনিক, কবি ও সাহিত্যিকেরা যুগে যুগে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সুখ্যাতি ও প্রশংসা করেছেন, সাধারণ মুসলমানদের জন্য এগুলোর আলোকে রাসূলুল্লাহর প্রতি ভালবাসার ভিত্‌কে মজবুত করে তোলা অনেকাংশে সহজ হয়ে উঠে। তাছাড়া নবী প্রেমের মূল বীজ মুসলমানদের হৃদয়-যমীনে বপিত হয় যে শ্রেণীটির প্রীতিময় জীবন দেখে, সেই সাহাবায়ে কেরামের যবানীতে শোনা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূপ-সৌন্দর্য ও সীরাত-সূরত সম্পর্কিত বর্ণনা মুসলিম জাতির জন্য যথেষ্ট। সর্বোপরি এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে বহু হাদীস। যেগুলোতে স্বয়ং রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজ শ্রেষ্ঠত্ব, পূর্ণতা ও সার্বিক সৌন্দর্য্যের বাস্তব রূপটির প্রতি ইশারা করেছেন।

এতসবের পর অমুসলিমদের মুখে ইসলামের নবীর কৃতিত্ব বা সুখ্যাতি শোনার কোন প্রয়োজনীয়তা বাকী থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এসব ব্যাপারে মোটেও উৎসাহী নই। কেননা, অন্যদের মুখে নিজের ধর্ম বিশ্বাস ও আল্লাহ রাসূলের গুণগাঁথা শুনে ভক্তি ও বিশ্বাস শাণিত করার অর্থই হলো আপন মন-মানসিকতার দৈন্য, চিন্তা চেতনার অসুস্থতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কালচক্রে মুসলিম জাতির ভেতর এ ধরনের মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে, যে মানসিকতার ভিত্তিমূলেই রয়েছে পরনির্ভরতা ও চিন্তার

www.pathagar.com

পরাধীনতা। কিছু সংখ্যক মানুষ এমন রয়েছেন যারা নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলে অন্যদের মুখে নিজের ধর্ম ও বিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য এমনকি স্বকীয়তার ক্ষেত্রেও চিন্তা-গুরুদের উক্তির অপেক্ষায় বসে থাকেন। মুসলমানদের মাঝে এই শ্রেণীটির অস্তিত্ব যেমন সত্য তাদের চাহিদা অনুসারে দ্বীনী দাওয়াত পরিবেশন ও নতুন মানসিকতার উপযোগী করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তেমনি সত্য। আর যেহেতু উম্মতের যে কোন একটি দলকে এই আঙ্গিকে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতেই হবে। সেহেতু এ ধরনের কিছু লেখালেখি খুব একটা আগ্রহ না থাকলেও অনেকেই করে থাকেন।

এমনি পর্যায়ে বছর তিনেক আগে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের মন্তব্যগুলো বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ, বই-পুস্তক, পত্র-সাময়িকী থেকে সংকলন অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে আমিও হাত দেই। এ কাজে নেমে যে সব সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হতে হয়েছে তন্মধ্যে উল্লোখযোগ্য দুটো এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা। একঃ ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু বা ধর্মহীন মনীষীদের মুখে মহানবীর প্রশংসামূলক বক্তব্যগুলোর ভেতর (তাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়) এমন কিছু কথা বা ইংগিত রয়ে গেছে যার গভীরে লুকিয়ে আছে একরাশ ভ্রান্তি বা ইসলামী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক চিন্তা। সাধারণভাবে এসব উক্তিকে ইসলাম ও মুসলমানের সপক্ষের মনে হলেও এর গভীরে প্রচ্ছন্ন থেকে যায় অনেক বিভ্রান্তি। অতএব বহু সংখ্যক উক্তি আমাকে সচেতনভাবে বাদ দিতে হয়েছে আর কতিপয় উক্তিকে এর মৌলিকত্ব বজায় রেখেই করতে হয়েছে অনেকাংশে পরিমার্জিত। আমার দৃষ্টিতে যেটি ছিল খুব কঠিন কাজ। এসব কিছু সত্ত্বেও সুধী পাঠক সমাজের মনে সব সময়ই এ কথাটি রাখতে হবে যে, এসব লেখা অমুসলিমদের। যাদের জ্ঞান-গরিমা, প্রতিভা, সুখ্যাতি সবই রয়েছে কিন্তু তাদের হৃদয়ে নেই ঈমানের আলো। মনে নেই হেদায়েতের দীপশিখা। দুইঃ অমুসলিমদের সকল বই পত্রে মহানবীর নাম উচ্চারিত হয়েছে মুহাম্মদ, মোহাম্মেদ বা মহামেট ইত্যাদি শব্দে। যেখানে দরূদ ও সালাম নেই। আমি ভেবেছি, সেখানে সালাম ও দরূদের চিহ্নও নেই সেখানে পূর্ণ দরূদই উল্লেখ করে দেয়াটা ভালো হবে। কেননা শুধু (সাঃ) লিখে দিলে অনেক নবীন বন্ধু এটিকে বাদ দিয়ে চলে যান। অতএব এ বইয়ে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পূর্ণভাবে ছাপা হয়েছে। আর কিছু না হোক, এ বইটি পড়লে অন্ততঃ বেশ কয়েক শত বার প্রিয়নবীর বরকতময় নাম সালাত ও

www.pathagar.com

সালামসহ উচ্চারণ করার খোশ নসীব লাভ করতে পারবো আমরা। বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দের প্রতি আমার আবেদন থাকবে এ বইটি পড়তে গিয়ে কোন বিচ্যুতি আপনাদের চোখে ধরা পড়লে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন। প্রথম সুযোগেই আমি তা কৃতজ্ঞতার সাথে শুধরে নেবার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ!

উপমহাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া ও ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, জামিয়ার আজীবন প্রিন্সিপ্যাল, **দেশের পূর্বাঞ্চলীয় ভাটি মুলুকের কৃতি সন্তান খান সাহেব হুজুর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আহমদ আলী খান ও বেগম খান সাহেব হুজুরের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও রফ্য়ে দারাজাত এর উদ্দেশ্যে তাদের পরম স্নেহাস্পদ বড় নাতির পক্ষ থেকে এই বইটি উৎসর্গ করা হলো।** আল্লাহ তাআলা কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের জামিয়া রোডস্থ নিজ বাসভবনের সবুজের ছায়াঢাকা প্রাঙ্গনে চিরনিদ্রায় শায়িত আমার দাদা-দাদুর কবরে কিয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পৌঁছাতে থাকুন।

পরিশেষে এই বই সংকলন, সম্পাদনা, কপি তৈরী, শব্দ বিন্যাস, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও পরিবেশনার সকল পর্যায়ে যে সব সজ্জন আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সবারই প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম বদলা দান করুন। হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণমূলক এই বইয়ের তোফায়েলে আল্লাহ তাআলা আমাকে, আমার আব্বা, আম্মা, আত্মীয়-পরিজন ও শুভার্থীদের দো'জাহানের কল্যাণ ও সফলতা নসীব করুন। তাওফীকের মালিক আল্লাহ। তার ইচ্ছাতেই সকল শুভকাজ পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

১০ই মুহাররম ১৪১৩ হিজরী
নূর মনযিল, কিশোরগঞ্জ-২৩০০

বিনীত ঃ
উবায়দুর রহমান খান নদভী

www.pathagar.com

অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয়নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

জর্জ বার্নাড শ

আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অধ্যয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস তাঁকে মানব জাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর মত কোন ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি এর সমস্যাগুলো এরূপভাবে সমাধান করতে পারতেন যাতে বহু আকাঙ্খিত শান্তি ও সুখ অর্জিত হত। আমি ভবিষৎ বাণী করছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্ম আগামী দিনে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করবে যেমন আজকের ইউরোপ তাঁকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।

নেপোলিয়ন বানাপার্ট

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরববাসীদের ঐক্যের সবক দিয়েছেন। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসন করেছেন। অল্প কিছু দিনের ভেতর তাঁর অনুসারী উম্মত বিশ্বের অর্ধেকের চেয়েও বেশী অংশ জয় করে ফেলে। পনের বছর সময়ের মধ্যে আরবের লোকেরা প্রতিমা এবং মিথ্যা দেবতাদের পূজা থেকে তওবা করে ফেললো। মাটির প্রতিমা মাটির সাথেই মিশিয়ে দেয়া হলো। এ বিস্ময়কর সাফল্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা ও তার উপর আমল করার কারণেরই সূচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

জর্জ বার্নার্ড শ

অজ্ঞতা ও শত্রুতাজনিত কারণে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ধর্মযাজকরা ইসলামের ব্যাপারে সাংঘাতিক রকমের ভয়ংকর ধারণার জন্ম দেয়। তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করে। এ সমস্ত ধর্মযাজক ও লেখকরা ভুল করেছে। কারণ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি এবং সত্যিকার অর্থেই মানবতার মুক্তিদাতা।

প্রফেসর সাধু টি এল বাস্বনী

দুনিয়ার অন্যতম মহৎ বীর হিসেবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আমি অভিবাদন জানাই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বিশ্ব শক্তি, মাবব জাতির উন্নয়নে এক মহানুভব শক্তি।

লিও টলষ্টয়

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মপদ্ধতি ছিল মানব চরিত্রের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। আর এ কথা বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষা ও আদর্শ ছিল একান্ত বাস্তবভিত্তিক।

মহাত্মা গান্ধী

প্রতীচ্য যখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হলো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিলো আলো ও স্বস্তি। ইসলাম একটি অসত্য ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সাথে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক. তাহলে তারা আমার মতোই ইসলামকে ভালোবাসবে.....

www.pathagar.com

এ ডার্মিংহাম THE LIFE OF MOHAMET (Pub. 1930)

মূলতঃ আরবরা ছিল উশৃংখল ও বিভেদপ্রিয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে দুঃসাধ্য এক অলৌকিক কাজ করেছেন। নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে কোন ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক এমন হননি; যার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতো বিশ্বস্ত অনুসারী মিলেছে।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা ও আদর্শ আরবদের জীবনধারা বদলে দিয়েছিল। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে? মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শে নারী জাতিকে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ মর্যাদা নারী জাতি ইতোপূর্বে আর কোন দিন পায়নি। দেহব্যবসা, সাময়িক বিবাহ এবং অবাধ যৌনাচার নিষিদ্ধ হয়েছে। বাদীদাসী ও রক্ষিতা-প্রভুদের চিত্তবিনোদনই ছিল যাদের কাজ-বিশেষ সুযোগ ও অধিকার লাভ করেছে। বিভিন্ন কারণবশতঃ দাসপ্রথা এ যুগে বাকী থাকলেও ক্রীতদাসকে মুক্ত-স্বাধীন করে দেয় অন্যতম শ্রেষ্ট সওয়াবের কাজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দাসদের সাথে সাম্যের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে এবং গোলামেরা ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সু-উচ্চ পদ ও আসনে সমাসীন হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ "তোমাদের গোলাম তোমাদেরই ভাই। যে একটি গোলাম আযাদ করলো তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে গেলো। নিজের গোলামদের তা-ই খেতে দাও যা তোমরা নিজেরা খাও। তাদেরকে নিজেদের মতো পোশাক পরতে দাও। সাধ্যাতীত কোন কাজ এদের দিয়ে করিও না।" একবার কেউ বিলাল (রাজিয়াল্লাহু আনহু)-কে "হাবশীর বাচ্চা" ডাকলো। তখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ ব্যক্তিটিকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ "তোমার মধ্যে এখনো জাহেলী যুগের লক্ষণ পাওয়া যায়।" মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু করে দেখিয়েছেন সেসব সামনে রাখলে তার মহত্তর ব্যক্তিত্বের সামনে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন

www.pathagar.com

করতে আমরা বাধ্য হয়ে পড়ি। কুরআনের আদর্শকে সামনে রাখুন অথবা সমগ্র বিশ্বের স্বীকৃত সৌন্দর্যগুলোকে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর জীবন হলো কুরআনী আদর্শ এবং বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত বাস্তবতার জলজ্যান্ত প্রতিচ্ছবি। আর তিনি তার কথা বা কাজে এ সীমারেখা লংঘন করেননি।

টমাস কারলাইল

অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী ছিলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমি বলছি, স্বর্গের জ্যোতিময় বিদ্যুৎ ছিলেন এ মহান ব্যক্তিটি। অবশিষ্ট সকল লোক ছিলো জ্বালানীর মতো। অবশেষে তারাও পরিণত হয়েছিলো আগুনের স্ফুলিংগে।

জিএম ড্রেকাট MOHAMET (Pub.1916)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর শিক্ষা, মেধা, আবেগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আইনহীন অঞ্চলের জন্য প্রভাবপূর্ণ আইন–বিধি রচনা করেছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছেন। তাদের এমন ইবাদতে লাগিয়ে দিয়েছেন যাতে বংশ, বর্ণ, বিত্তবান, বিত্তহীন এবং সব ধরনের উচু–নীচুর সমাপ্তি ঘটেছে। বিশ্বের কোন নবীই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর মতো এমন সমাজ ও পরিবেশের ভিত্ তৈরী করতে পারেননি, যা হবে আদর্শ ও অনুসরণীয়। অনাগত প্রতিটি যুগের জন্যে যা যোগাতে পারবে অনুসৃতির প্রেরণা।

ডঃ মার্কোস উড

ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নির্যাতন ভোগ করেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, সহায়–সম্পদ হারা হয়েছেন, আত্মীয়–

www.pathagar.com

স্বজনদের রোষানলে পড়েছেন। .....কিন্তু কোন প্রাচুর্যের মোহ, কোন হুমকি কিংবা কোন প্রলোভনই তাঁর ন্যায়ের কণ্ঠকে নীরব করে দিতে পারেনি।

এ গ্যালিউম ISLAM (Pub.1963)

মানবেতিহাসে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদা সর্বোচ্চ ও স্বতন্ত্র। তাঁর সবচেয়ে বড় বিজয় এখানে যে, তিনি মানুষকে এ বিশ্বাস পোষণে রাজী করিয়েছেন যে, আল্লাহ এক আর বিশ্ব মুসলিম এক জাতি।

অত্যন্ত জটিল-কঠিন সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচনের মাধ্যমেই একজন মহান শাসক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তার প্রতিভার উন্মেষ ঘটে।

শক্তিশালী গোত্রীয় বাহিনী সৈন্যসামন্ত এবং গোত্রীয় জীবনধারা থাকার দরুন তাদের একতাবদ্ধ হওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার তাবলীগ এবং শিক্ষা ও আদর্শের প্রসারের মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এ লিউনার্ড

এই পৃথিবীর কোন মানুষ যদি কখনো সৃষ্টিকর্তাকে দেখে থাকেন, কোন মানুষ যদি কখনো সৎ ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চিতরূপে সেই ব্যক্তিটি হলেন আরবেরনবী।

জি হ্যাগেনস APPOLOGY FOR MOHAMET (Pub.1929)

কোন ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাপারে যতই চিন্তা-ভাবনা করে ইসলামের

www.pathagar.com

সাফল্যসমূহের ব্যাপকতায় সে ততই বিস্মিত হবে। যে ধরনের সংকটময় পরিস্থিতির সামনা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে করতে হয়েছে, এমনটি হয়ত খুব কম নবীর বেলাই হয়ে থাকবে। একজন ধর্মীয় দিকপাল, প্রশাসক ও সংস্কারক হিসেবে যেভাবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন এর তুলনা মেলা ভার। কিন্তু আল্লাহর উপর তার যে অগাধ বিশ্বাস ও মজবুত ঈমান ছিল এবং নিজের আদর্শ ও শিক্ষার সত্যতা ও খাটিত্বের অনুভূতি ছিল, অন্য কোন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যক্তিত্বই এর কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা প্রমাণিত করেছেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসুল। আর এ ঘটনা এমন যা এর পূর্বে ইতিহাসে পাওয়া যায়, না পরে।

স্যার উইলিয়াম ম্যুর

মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর আবির্ভাবকালীন সময়ের মতো সামাজিক অধোগতি আর কখনো ঘটেনি এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর তিরোধানের সময় সমাজ জীবন যে পূর্ণতা পেয়েছিলো, তাও আর কখনো দেখা যায়নি।

আর লিনডাও ISLAM AND THE ARABS (1958)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর সামনে সবচেয়ে কঠিন এবং বড় দায়িত্ব ছিল এটাই যে, তিনি গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার ভিতকে উপড়ে ফেলেন, যা শুধু সমাপ্তিহীন যুদ্ধবিগ্রহেরই উৎস ছিল না বরং এ গোত্র ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা আল্লাহ্‌র একটি শরীকে পরিণত হয়েছিল। এই বিরাট কাজের পাশাপাশি তার এ জাতিকে বিশ্ব বিশ্রুত আইনবিধির সঙ্গে পরিচিত করতে হয়েছিল, যারা বিধি শূন্যতা ও বে–আইনীর শেষ সীমায় অবস্থান করছিল। এমন এক জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে হয়েছিল, যারা নানা গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল

www.pathagar.com

পরস্পরের রক্ত-তৃষা নিয়ে। অন্যায় অবিচারের স্থানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উড্ডীন করতে হয়েছিল মানবতার বিজয় পতাকা। শৃংখলা ও সুনীতি বহাল করতে হয়েছিল এবং শক্তি ও দাপটের স্থানে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। আর যখন মুহাম্মাদ (সাল্ললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকাল হয় তখন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছিল। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী সমাজ পৃথিবীর দৃশ্যপটে বিরাজিত ছিল। আত্বিক ও বস্তুগত বিজয়ের এমন এক সুগম পথ উন্মোচিত হয়েছিল যার দৃষ্টান্ত পেশ করতে গোটা মানবেতিহাস অপারগ।

বাসওয়ার্থ স্মিথ

সংস্কারকদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ। ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই সঙ্গে তিনটি জিনিষের স্থপতি- একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।

এজি লিওনার্ড (ISLAM 1909)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সামনে ছিল একটি মহান উদ্দেশ্য ও উন্নত লক্ষ্যবিন্দু। আর তিনি তার উদ্দেশ্য পূরণে এবং লক্ষ্যবিন্দুতে পৌছতে তার পথের সমস্ত বাধা ও কন্টকের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন। এ শক্তি ও যোগ্যতা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর কর্মকান্ডে মূলতঃ আল্লাহ পাকের শান ও পরাক্রমই ফুটে উঠে। খোদা তার হাতের আন্দোলনে এমনই প্রভাব দিয়েছিলেন, যা গোটা বিশ্বকে কাঁপাতে পারতো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাফল্য, যার নজীর ইতিহাসে নেই, মূলতঃ এটা ছিল 'আল্লাহর দান'।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবীকে একটা আশ্চর্য দর্শন দিয়েছেন– একটা এমন দর্শন এবং জীবনযাপন প্রণালী যা এর পূর্বে পৃথিবীর বুকে ছিল না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)– মৃত্যুর ভয়কে মন হতে দূর করে দিয়েছেন এবং এমন একটা জীবনধারার ভিত্ গড়েছেন যেখানে মানুষ হামেশা খোদাভীতির সাগরে ডুবে থাকে।

জন উইলিয়াম ড্রাপার

জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি মানব সমাজের উপর সর্বাধিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ডি এস মারগোলিউথ্ MOHAMET AND THE RISE OF ISLAM

যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করেন তখন তার মিশন অসম্পূর্ণ ছিল না। তিনি তার জীবদ্দশাতেই নিজের আত্মিক ও রাজনৈতিক মহান মিশনকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি এমন একটি আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার রেখে যান, যার একটি রাজধানী ছিল। গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানুষদের তিনি একটি সুসংহত ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করে ছিলেন।

তার চিরস্থায়ী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়ে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতকে তিনি চিরদিনের জন্যে সু-সংরক্ষিত করেন।

হোরেসশিপ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরবকে পেয়েছিলেন প্রাচীন পৌত্তলিকতা অধ্যুষিত, গোত্রে বিভক্ত এবং পার্শ্ববর্তী রাজশক্তির

www.pathagar.com

ভয়ে সদা শংকিত। তিনি একে রেখে গেলেন ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী এবং মহান এক ধর্মের ধারক হিসেবে। তিনি পৃথিবীতে নিয়ে এলেন বিপুল শক্তির আধার এক তওহীদী ধর্ম।

এস পি স্কট HISTORY OF MOORISH EMPIRE IN EUROPE

এ বস্তুবাদী পৃথিবীতে নৈতিক মূল্যবোধকে কে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করেছে? আর কেইবা আবার একে উন্নতির চরমে পৌঁছিয়েছে? মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার দ্বীন, ইসলাম..... কত সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরস্পরে যুদ্ধরত মানব গোষ্ঠীকে একজন নবী ও তাঁর পয়গাম একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত জাতিতে পরিণত করে দিল। মানবেতিহাস অবাক। অবাক মানুষের চিন্তাশক্তি।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একটি ধী শক্তির মালিক ছিলেন যা কঠিন থেকে কঠিন-জটিল থেকে জটিল সমস্যার এলোমেলো গ্রন্থিকেও উন্মোচিত করতে পারতো।

আর সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এমন নজীরবিহীন মেধা ও চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিটি নাতো অহংকারী ছিলেন, না ছিলেন দাম্ভিক বরং তিনি ছিলেন নম্রতা ও অমায়িকত্বের প্রতিভূ। তার সমস্ত সাফল্যকে আল্লাহ্‌র দিকে সম্পর্কিত করতেন তিনি .....

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্মীয় পয়গাম এবং তার মহান ব্যক্তিত্বের মূলকথা ছিল এই যে, তিনি মানুষের আত্মিক ও রাজনৈতিক চাহিদাগুলোর ব্যাপারে ছিলেন যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত। তার মত বিজ্ঞতা নবী অথবা রাসুলদের অন্য কারো মাঝেই দেখা যায় না।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরবদের এমন জাতিতে পরিণত করেছেন, যে জাতি পৃথিবীর দূর-দরাজ এলাকায় বসবাসকারী

www.pathagar.com

মানুষদেরকে নিজের রংয়ে রাঙিয়ে ফেলেছে। এটাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর ধর্মের সবচেয়ে বড় বিজয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর জন্মের আগে ও পরের বিশ্ব একটি পরিবর্তিত বিশ্ব। এ গোটা বিশ্বজাহান ইসলামকে গ্রহণ না করা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর অবদান ও অনুগ্রহের বানে নিমজ্জিত। কতই না চরিত্র বিধ্বংসী, মানবতা বিরোধী কুসংস্কার ও রসমরেওয়াজ ছিল, যাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর আদর্শ ও শিক্ষা এ বিশ্ব চরাচর হতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

মানব অস্তিত্ব যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর আদর্শের আগে মানব জাতি এ মর্যাদা কখনো লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

সত্য বলতে গেলে, বস্তুতঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর আদর্শের আলো দুনিয়া হতে অন্ধকারকে বিদায় করে দিয়েছে এবং সমগ্র মানব জাতি অন্ধকার যুগ হতে বেরিয়ে বিজ্ঞান ও আলোর দেশে প্রবেশ করেছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর শিক্ষা মানুষকে শুধু সৎ আর সৎ–কেবল ভালো আর ভালো–কাজের দিকেই উৎসাহিত করে। হিংসা–দ্বেষ, মিথ্যা–বেঈমানী এবং মানবতা বিরোধিতার অস্তিত্ব বিলোপ করে দেয়।

মানুষের ঐ ঠোঁট যা কবরে একটা সময় পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকবে। এ ঠোঁটকে একথা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিয়েছেন যে মহাবিচারের দিন এ ঠোঁটই কথা বলবে। নিজের সৎকর্মের উল্লেখ করে পুরস্কৃত হবে। পৃথিবীটাকে যদি সত্যি সত্যিই মানুষ সুখ ও নিরাপত্তার স্নিগ্ধ নীড়ে পরিণত করতে চায়, তবে তাকে আল্লাহ্‌র মনোনীত সেই নবীর শিক্ষাকেই বাস্তবায়িত করতে হবে। যার নাম ছিল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

www.pathagar.com

ফিলিপ কে হিট্টি

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার স্বল্প পরিসর জীবনে অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য থেকে এমন একটি জাতি ও ধর্মের পত্তন করলেন, যার ভৌগলিক বিস্তৃতি ও প্রভাব ইহুদী ও খৃষ্টানদের অতিক্রম করে গেলো। মানব জাতির বিপুল অংশ আজো তাঁর অনুসারী।

লামারতিন

পুরো মানবেতিহাসে এমন নজীর নেই যে মানুষ জেনে বা না জেনে নিজেকে কোন একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্যে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিলীন করে দেয়। এই মিশনটি কী ছিল? কুসংস্কার ও কল্প জগতের বিনাশ, যা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ মিশন ছিল বান্দা এবং খোদার মধ্যকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্ক পূনঃস্থাপনের। ওসব মানুষকে তাদের প্রভুর দিকে নিয়ে আসা, যারা কুৎসিত দর্শন, কিম্ভুতকিমাকার মুর্তিগুলোর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে নিজের সত্যিকার সৃষ্টিকর্তাকে বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। এ মিশন ছিল অজ্ঞতা-অন্ধকারের সমাপ্তির এবং বুদ্ধি-বিজ্ঞতার উৎকর্ষের।

মানুষের হাতে যেসব মাধ্যম দেয়া হয়েছে তা বড়ই দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী। আর তাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগে কোন মানুষই এ বিরাট আযীমুশ্বান এবং অসম্ভব রকম কাজের বোঝা উঠাননি। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কাজও করেছেন। আর করেছেনও পূর্ণভাবে। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে তিনি যে শক্তি ব্যয় করেছেন তা কোন বহিঃশক্তি ছিল না বরং তিনি তার পরিপূর্ণ সত্ত্বাকেই এ পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ সত্ত্বা যা আল্লাহ তা'লার নুরে ছিল আলোকময়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দার্শনিক, বাগ্মী, প্রচার কর্মী, আইনজ্ঞ, শৌর্যবান বাহাদুর এবং চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে দিকদর্শন দাতাও ছিলেন। তিনি খোদায়ী বিধি-বিধান চালু

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি এমন একটি বিশাল আত্মিক সাম্রাজ্যের স্থপতি ছিলেন, যা চির অনন্তকাল কায়েম থাকবে।

ঐ সমস্ত পরিমান ও মাপকাঠি যা দিয়ে আমরা কোন মানুষের মহত্বের আন্দাজ করে থাকি.....এসবের প্রয়োগ করে বলুন ..... মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর চেয়েও মহৎ কি কেউ ছিল?

এফ শোওয়ান UNDER STANDING ISLAM (1965)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খোদা ন্যায় বিচারক আর রাহমান ও রাহীম। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আল্লাহর জন্য রাহমান ও রাহীম শব্দ ব্যবহার করেন, তখন রাহমানের অর্থ হয়ঃ একটা এমন আকাশ যা আলোয় আলোয় ভরা। আর রাহীমের অর্থ বুঝায় যে, একটি জ্যোতির্ময় আলোকরশ্মি আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে মানুষের মাঝে জীবন ও প্রাণ বিলাচ্ছে।

লেন পোল STUDIES IN MOSQUE

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর আদর্শ ও শিক্ষার ব্যাপারে কোন শ্রেণী সন্দেহ–শোবা প্রকাশ করে থাকে এবং করতে থাকবেও। এমন সন্দেহ পোষণকারী শ্রেণীর প্রতি এ প্রশ্নটি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল যুগে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর আদর্শকে কিভাবে সর্বশেষ চূড়ান্ত, চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় বলে অভিহিত করা যায়।

এ প্রশ্নটি সাধারণভাবে আর বিশেষ করে ইসলামের চিরন্তন সত্যতার বরাত দিতে গেলে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। সাধারণতঃ এটা অনুভূত হয় যে, ইসলামী আদর্শ বড়ই শক্ত আর সীমাহীন কঠিন। ইসলামী আদর্শে শক্তি ও পরাক্রমের দিকটা খুবই প্রবল..... এমনিভাবে এসব সন্দিহান

www.pathagar.com

প্রশ্নকারীরা ইসলামকে একটি নির্জলা ধর্ম আখ্যা দিয়ে এটাই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয় যে, ইসলাম এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর শিক্ষা ও আদর্শ চিরস্থায়ী হতে পারে না। বাস্তবেই কি এমন.....?

পৃথিবীর বুকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর মতো দূরদর্শী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় আরেকটি দেখা যায় না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জোর জবরদস্তী বা পরাক্রম মোটেও সমর্থন করতেন না। তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতা, তার যোগ্যতা, প্রতিভা এবং দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন। এজন্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবীদের উপদেশ দিতেন, তারা যেন এতটুকু ইবাদতই করেন, যতটুকু তাদের ধৈর্য ও ক্ষমতার ভেতর আছে।

এমনিভাবে অনাগত কালের উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবী (রাঃ) দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ শোন! তোমরা এমন একটি যুগে রয়েছো যখন আমার দেয়া আদর্শের মাত্র এক দশমাংশ ছেড়ে দিলেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর অনাগত দিনগুলোতে আমরা দেখবো যে গোটা আদর্শের মাত্র এক দশমাংশের উপর যে ব্যক্তি চলবে তাকেই বাঁচিয়ে দেয়া হবে।

জি ডব্লিউ লাইটস্ MOHAMMADANISM RELIGIOUS SYSTEMS OF THE WORLD (1908)

পৃথিবীতে বহুসংখ্যক ধর্ম এসেছে যেগুলো তাদের মূল রূপ হারিয়ে ফেলেছে। এসবের আদর্শ নাস্তনাবুদ হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন এর শিক্ষা–আদর্শ কতদিন পর্যন্ত বাকী থাকবে।

এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে আমাদের শুধু আর শুধু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর ব্যক্তিত্বকে সামনে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

জর্জ বার্নার্ড 'শ ISLAM OUR CHOICE

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ধর্মকে তার বিস্ময়কর শক্তি এবং সত্যতার কারণে আমি সব সময়ই শ্রেষ্টতম মর্যাদা দেই। আমার মতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ধর্মই একক ধর্ম যা সর্বকালের পরিবর্তনশীল সমস্যার ক্ষেত্রে এক আকর্ষণ রাখে। আমি বিস্ময়কর মানুষটি সর্ম্পকে গভীরভাবে ভেবেছি। তাকে 'মসীহের দুশমন' আখ্যা দেয়া তো দূরের কথা। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই মানবতার মুক্তিদাতা। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি তার মতো কোন ব্যক্তি পৃথিবীর শাসনকর্তা হতেন তাইলে আমাদের বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। আর এ ধরনীটা পরিণত হতো আনন্দ ও নিরাপত্তার লালন ক্ষেত্রে।

আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করছি যে, এটা আগামী দিনের ইউরোপের জন্যে এতটুকু গ্রহণযোগ্য, যতটুকু আজকের ইউরোপের জন্যে যে ইউরোপ ইসলাম গ্রহণের 'সূচনা' করে ফেলেছে।

এ ব্লাইডন CHRISTIANITY, ISLAM AND THE NEGRO RACE. (Pub. 1969)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথেই ঐ সাম্য এবং গণতন্ত্র জন্ম নিয়েছে যা এর আগে পৃথিবীতে ছিল না। এখন সম্পদ এবং গোত্র-বংশের জন্মগত গৌরব-দাবীর কোন গুরুত্ব রয়নি। গোলাম মুসলমান হয়ে আযাদ হয়ে যায়। দুশমন ইসলাম গ্রহণ করে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যায়। কাফির-ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর দ্বীনের মুবাল্লিগ (প্রচার কর্মী) হয়ে যায়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন কৃষ্ণাঙ্গ, বিলালকে মুয়াযযিন

www.pathagar.com

বানিয়েছিলেন কারণ সে ইসলাম কবুল করেছিল। অতঃপর সে কৃষ্ণকায় হাবশীর ঠোঁটেই আযানের সে সুন্দর কথাগুলো শোনা গেলো "নিদ্রাপেক্ষা সালাত উত্তম" "ঘুমের চেয়ে নামায ভালো"..... মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুমন্ত মানুষকে সজাগ করেছেন। মানব জাগরণের সে ধ্বনি আজো বিশ্বের প্রতিটি দেশেই প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদদলিত ক্রীতদাসদের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন।

ডব্লিউ ডব্লিউ কেশ

মুহাম্মাদ! মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আপনার দ্বীন। ইসলামী বিশ্বে মানুষের সাফল্যের শীর্ষে এবং উন্নতির চরম শিখরে আরোহনে গোত্র-বংশ-বর্ণ বিত্ত এবং দীনতা ইত্যাদী একটাও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ইসলাম মানব জাতির সমস্ত গোত্র ও সম্প্রদায়কেই এ সুযোগ দিয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে এবং এমন একটি সাম্য ও গণতন্ত্রের অংশ হয়ে পড়বে যাতে আদৌ কোন রূপ উচু-নীচু (বড়-ছোট) নেই।

ফিলিপ কে হিট্টি HISTORY OF THE ARABS.

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানব জাতিকে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র যাত ব্যতীত আর কোন বিধানদাতা নেই। আর পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাসনামলে দ্বীনের বিধি-বিধান এবং কুরআনের নির্দেশনার যে রকম প্রয়োগ ও ব্যবহার ছিল, প্রত্যেক মুসলিম শাসকের কাছেই এমনটির প্রত্যাশা করা যায়। আর মুহাম্মাদী আদর্শের এটাই প্রাণশক্তি।

লেন পোল ISLAM (Pub, 1903)

জন ব্রাউন, যিনি তার হাবশী ক্রীতদাসের মুক্তির জন্যে হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারতেন। যদি তিনি এটা জানতে পারতেন যে তার কন্যা এ

www.pathagar.com

ক্রীতদাসটির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তবে তিনি নিজ হাতেই তার কন্যাকে হত্যা করতেন।

এ ছিলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিনি বংশ ও বর্ণের পার্থক্য বিলোপ করে দিলেন এবং হাবশীরাও আরবদের জামাতা হতে লাগলো। তিনিই ছিলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কৃষ্ণাঙ্গদেরকে কাছে টেনে নেন। তাদের সেবা এমনকি শাসনকর্তা হিসেবেও তাদের গ্রহণ করার ব্যাপারে গোটা মানব জাতিকে তৈরী করে নেন।

আমাদের মাঝে কে এমন আছে, যে খৃষ্টান হওয়া সত্বেও আরেকজন কৃষ্ণাঙ্গ খৃষ্টানকে নিজের কাছের মানুষ আত্মীয় বা শাসক বানানোটা পছন্দ করবে..... কেউ না।

ইসলামের মাধ্যমে সাম্যের যে বাস্তব ধারণা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোটা মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন এটাই সে ধারণা যা ইসলামের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদান। এই ইসলাম যা তার সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সম্মান স্বাধীনতা ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করে। আর এটাই সে কাজ যার দৃষ্টান্ত পেশ করতে অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বী সমাজই অপারগ।

আরনল্ড টোয়াইন বি CIVILIZATION ON TRIAL (1948)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ এবং শ্রেণীগত বৈশিষ্ট সম্পূর্ণভাবে খতম করে দিয়েছেন। কোন ধর্মই এরচেয়ে বড় সাফল্য লাভ করতে পারেনি যে সাফল্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ধর্মের ভাগ্যে জুটেছে। আজকের বিশ্ব যে চাহিদার জন্যে অশ্রুপাত করছে। সে চাহিদা কেবলমাত্র 'মুহাম্মাদী সাম্য' নীতির মাধ্যমেই মেটানো যেতে পারে।

www.pathagar.com

এ ব্লাইডন CHRISTIANITY, ISLAM AND THE NEGRO RACE (Pub. 1969)

উইলিয়ম প্যান, পাদ্রী জর্জ, হোয়াইট ফিল্ড, প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ডস এসব লোক কয়েকেটি বিশেষ বইয়ের প্রণেতা আর বিশ্ব জুড়েই এদের খ্যাতি রয়েছে। খৃষ্টানদের ধর্মীয় জগতে এরা বৈশিষ্টমণ্ডিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এরা মানুষ ছিলেন? এরা সবাই ছিলেন দাসপ্রথার সমর্থক এবং প্রত্যেকের মালিকানাধীন বহুসংখ্যক ক্রীতদাস ছিল। কৃষ্ণাঙ্গরা এদের কাছে মানুষ বলেই গণ্য হতো না বরং তারা এদেরকে "শয়তানের বংশধর" মনে করে এদের ঘৃণা করতেন এবং এদের উপর সবধরনের নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়াটাকে বৈধ মনে করতেন।

নির্যাতন-নিপীড়নের নীরব দর্শক কত শতাব্দী। কারণ শুধু এটাই যে, ধর্মপ্রাণ, সৎ, শ্বেতাঙ্গরা এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিল যে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের গোলাম বানানোর অধিকার খোদা তা'লা তাদের দিয়েছেন। এসব খৃষ্টান আলেম ও ধর্মপ্রান ব্যক্তিদের খোদা, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদার চেয়ে কতটা ভিন্ন।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে শিখিয়েছেন যে কালোরাও মানুষ, তাদেরও হৃদয় এবং আত্মা আছে।

এর উল্টো, খৃষ্টান দ্বীনদার এবং গীর্জার প্রধানরা হাবশী গোলামদের বলেছিল.....

"তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, তোমাদের দেহ তোমাদের নয় বরং তোমাদের প্রাণ ও হৃদয়ের মালিক সে-ই যাকে আল্লাহ তোমাদের মালিক করেছেন।"

এর পরেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নিম্নমানের প্রশ্ন উত্থাপন এবং নিকৃষ্ট ধরনের বিরোধ পোষণকারীরা অনেক কিছু জেনেও ভুলে থাকার ভান করে .....ডঃ মেকলিয়র আমাকে বলেনঃ

www.pathagar.com

"কুসংস্কার এতই গভীর হয়ে পড়েছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তিনটে বিয়ে করার অধিকার ছিল এবং এসব স্ত্রীর মর্যাদা বাদী–দাসী ও রক্ষিতার চেয়ে বেশী ছিল না। আর যখনই তাদের স্বামী মৃত্যুবরণ করতো তখন স্ত্রীদের প্রতি আশা করা হতো তারা যেন স্বামীর সাথে সহমরণে যায়। যদি স্ত্রীরা এ আশা পূরণে ব্যর্থ হতো তবে স্বামীর আত্মীয়রা তাদের হত্যা করতো"।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ হুকুম দিয়েছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রথম স্ত্রীর অনুমতি না মিলে আর যতক্ষণ তার কোন যুক্তিসঙ্গত ও বৈধ অসুবিধা দেখা না দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নব বধূর সাথে সাথে প্রথম স্ত্রীর দায়িত্বভারও তুমি নিজ স্কন্ধে নিতে এবং এদের দু'জনের ক্ষেত্রেই সাম্য ও ন্যায়নীতি বজায় রাখতে সক্ষন না হও ততক্ষণ তোমার জন্যে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি নেই। সত্য ও আদি ইসলাম (যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন) নারী জাতিকে এমন সব অধিকার দিয়েছে যা ইতোপূর্বে মানব ইতিহাসের কোন যুগেই নারী জাতির ভাগ্যে জুটেনি আর এর পরেও না।

ইসলাম মানব গোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। ইসলাম শুধু আর বদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর মিশন ও পয়গাম ছিল গোটা মানব জাতির জন্যে।

মসীহের নামধারীরা মানবতাকে যে ধরনের অবমাননার গর্তে নিক্ষেপ করেছিল। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে মানবতাকে নিরাপত্তা সাম্য ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার অনুগামীরা আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠা করলেন। কালোদের অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো এবং মুহাম্মাদী আদর্শ মানুষকে বেঁচে থাকার এবং মাথা উঁচু করার অধিকার দিলো। খৃষ্টবাদ যেখানেই গিয়েছে সেখানে মানুষকে গোলাম বানানো হয়েছে এবং শক্তি ও পাশবিকতার

www.pathagar.com

মাধ্যমে তাদের উপর শাসন চালানো হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বীন যেখানেই গিয়েছে সেখানেই বাস্তব গণতান্ত্রিক ও জনগণের রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বীন ও তার আদর্শকে কোন শব্দ প্রয়োগ করেন ফুটিয়ে তোলা যায়? .... প্রকৃত বিপ্লব যা মানসিকতা বদলে দেয়–মন বদলে দেয়–এর সংজ্ঞা দেয়া কি করেইবা সম্ভব। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম বিজয়ের পর আফ্রিকার ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে নয় বরং মাদ্রাসা কিতাব, মসজিদ, বিয়ে–শাদী, পারস্পরিক সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও বাণিজ্যের মাধ্যমেই প্রসার লাভ করেছে।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর আধ্যাত্মিক বিজয়গুলো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আর ভি সি বোডলে THE MESSANGER (1954)

বেকন তার 'বাহাদূরী' শীষর্ক প্রবন্ধে (যা ১৫৯৫ সনে প্রকাশিত হয়) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর উপর এ অপবাদ লাগিয়েছে যে তিনি (সাঃ) বাইবেলের নতুন নিয়ম ও ওল্ড টেষ্টামেন হতে বহু কথা তার আদর্শে সন্নিবেশিত করে (নাউজুবিল্লাহ) খারাপ বৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

নিজের পরিপূর্ণ সামর্থ, গবেষণা ও অনুসন্ধান ব্যয় করে এবং এতো বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়েও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর উপর এত বড় একটা দোষ চাপানোর বেলা বেকনের এ খেয়ালটুকু হলো না যে "ওল্ড এণ্ড নিউ টেষ্টামেন"–এর আরবী অনুবাদ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর ওফাতের দুই শত বছর পরে হয়েছিল।

www.pathagar.com

ডব্লিউ ডব্লিউ কেশ THE EXPANSION OF ISLAM (1928)

খৃষ্টান (মসীহী) উলামারা (পাদ্রী হতে পোপ পর্যন্ত) খৃষ্টানদের এ কথা শিখিয়েছেন যে যদি তাদের কোন গুনাহ্ হয়ে যায় তাহলে যেন তারা উলামাদের কাছে যায়, উপঢৌকন দেয় এবং ক্ষমার বার্তা লাভ করে। মূলতঃ মানুষকে এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন সরাসরি আল্লাহর দ্বারস্থ না হয়। আর এমনিভাবে আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির মাঝে এক অলংঘনীয় বাধার প্রাচীর দাড় করানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলেন, আর তিনি মানুষকে শিখালেন যে, তারা সরাসরি আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। খোদা ও তার বান্দাদের মধ্যে বাধাদানকারী সকল পর্দা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হটিয়ে দিলেন। আর এ জন্যে না কোন হাদিয়ার প্রয়োজন আছে আর না আছে কোন রূপ বিনিময় প্রদানের আবশ্যকতা.....

এ ডার্মিংহাম

যীশু মসীহের কাছে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিল যে, সীজারের কর্মচারী খাজনা তলব করে আর আপনিও আপনার অনুগত হতে বলেন, এখন আমরা কী করবো?

মসীহ (আঃ)-এর প্রতি সম্পর্কিত এ উত্তরটি 'বাইবেল নতুন নিয়মে' লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলেছিলেন।ঃ

"সীজারের অংশ সীজারকে দাও, আমার অংশ আমাকে" মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দ্বীন নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন, যে আদর্শের মাধ্যমে তিনি বিশ্বকে সৌভাগ্যময় করেছেন এতে আপোষকামীতা বা মুনাফেকীর আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি ফরমান

"তোমাদের যা কিছু আছে এ সবই তোমাদের আল্লাহ্র, আর আল্লাহর বাদশাহীতে অন্য কেহই অংশীদার নয়।"

www.pathagar.com

জে ডেনি স্পোর্ট APPOLOGY FOR MOHAMET AND THE QURAN (Pub. 1882)

ধর্মসমূহে যেসব ঘটনাবলী পাওয়া যায়, এ সবের মধ্যকার সত্যতার পরিমাণ যাচাই বা সন্ধান করার প্রয়োজন নেই। ওসব ঘটনাবলীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ বিষয়টাই দেখার মতো যে, এ ধর্মটির প্রণেতার ব্যাপারে যে জনশ্রুতি রয়েছে। যার মাধ্যমে সে ব্যক্তিটির চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে, তিনি মানবীয় কল্পনার চোখে কতটুকু মর্যাদাশালী, আলীশান।

মসীহ এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যকার পার্থক্যটা খুব সহজেই বুঝা যেতে পারে। মসীহ (আঃ) সম্পর্কে একথা বর্ণীত আছে যে, শয়তান তাঁকে একটি পর্বতে নিয়ে গেলো। যেখান থেকে সে হযরত মসীহ (আঃ) কে পৃথিবীর বৃহৎ রাজ্য এবং বিপুল ধন ভান্ডারসমূহ দেখিয়ে বললো যে, তিনি যদি তার পয়গাম ছেড়ে দেন তবে এ সমস্ত রাজ্য এবং সম্পদ তার হতে পারে।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তার জীবদ্দশায়ই রাতের বেলা আল্লাহতালা উঠালেন এবং তাকে নিজের পাশে আরশে আযীমে ডাকালেন। এ ঘটনা ইসলামে মিরাজের ঘটনা নামেই পরিচিত। এ দুটো ঘটনার মাঝে যে পার্থক্য, মসীহ (আঃ) এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যেও সেই পার্থক্য।

ডঃ গুষ্টাভ উইল

তিনি রক্ত পিপাসু নীতি এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তির আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন-পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সর্বকালীন আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ক্রীতদাসদের কঠোর জীবনকে করেছিলেন সহনীয় এবং দরিদ্র, বিধবা ও এতীমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসুলভ যত্ন।

www.pathagar.com

বার্ট্রেন্ড রাসেল WHY I AM NOT A CHRISTIAN? (Pub. 1961)

বিশ্বের ধর্মসমূহের মাঝে খৃষ্টধর্মের এ ব্যাপারে 'বৈশিষ্ট্য পদক' পাওয়া যে ইহা শাস্তি দেয়ার জন্যে সর্বক্ষণই প্রস্তুত থাকে। আর বৌদ্ধ ধর্ম তো এমন ধর্ম যাতে শাস্তির কোন ধারণাই নেই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর দ্বীন ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রিসালতের যুগে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার হতে থাকলো। খিলাফতের যুগেও ন্যায়ানুগ ব্যবহারের সে ঐতিহ্যই চালু রইলো। যদিও খৃষ্টানেরা সবসময়ই মুসলমান এবং ইহুদীদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছে।

রুশ রাজতন্ত্রটি খৃষ্টানদের হওয়া মাত্রই ইহুদীদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করে দেয়া হলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃষ্টানদের পবিত্র যুদ্ধগুলো মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছিল। খৃষ্টমত ও তার পতাকাবাহীরা সবসময়ই ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর বিরুদ্ধে অন্যায় প্রোপাগান্ডা চালিয়ে গিয়েছে। যদিও ইতিহাস আমাদের এ কথা বলে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মহান মানব এবং নজীর বিহীন ধর্মীয় পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি এমন একটি জীবন–দর্শনের স্থপতি যা সহিষ্ণুতা, সাম্য এবং ইনসাফের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সি ডব্লিউ সি ওমান

ইতিহাসে প্রথম ও শেষবারের মতো আরবভূমিতে জগৎ সম্মোহনকারী আত্মার আবির্ভাব ঘটেছিলো। তিনি তদানীন্তন ঘটনাপ্রবাহকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পরিবর্তন এনেছিলেন গোটা মহাদেশীয় জীবনে।

ডব্লিউ মন্টোগোমারী ওয়েট

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন কুশলী শাসক। শাসনকার্যের জন্যে লোক নির্বাচনে তিনি ছিলেন মহাবিজ্ঞ।

www.pathagar.com

বি স্মীথ MOHAMAD AND MOHAMMADANISM

(Pub. 1874)

কোন ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক এবং কোন ধর্মের মূলরূপটি সম্পর্কে ধারণা করা যায় সে ধর্মের অনুসারীদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে। আমরা দেখতে পাই যে, ৬৩৭ইং সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রাঃ)-এর আমলে জেরুজালেম নগরীর উপর মুসলমানের আধিপত্য কায়েম হয়। জেরুজালেমের কোন ঘর-বাড়ীর ক্ষতি হয়নি। রণাঙ্গন ব্যতীত জেরুজালেমের ভেতর এক ফোটা রক্তও ঝরানো হয়নি।

নামাযের সময় হলে জেরুজালেমের প্রধান ধর্ম যাজক তাদের গীর্জায় নামায আদায় করার দাওয়াত দিলো। উমার (রাঃ) এ দাওয়াত এজন্যে কবুল করেননি যাতে তারপর তার স্থলভিষিক্ত নেতা বা মুসলিম জনগণও এখানে নামায পড়ার দাবী না তুলতে পারে। আর এ ঘটনা যেন ভবিষ্যতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কাজে নাক গলানোর পথ না করে দেয়।

১০৯১ ইং সনে খৃষ্টানেরা জেরুজালেম দখল করলো এবং মুসলমানদের ঘর-বাড়ী ধন-সম্পদ ইত্যাদি ইট দিয়ে ইট বাজালো। লাগাতার তিনদিন মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা চললো। সত্তর হাজার মুসলিম আবাল, বৃদ্ধ বনিতা, যুবক তরুণকে হত্যা করা হলো। তন্মেধ্যে মসজিদ-ই-উমার এর ভেতরই হত্যা করা হলো দশ হাজার মুসলমান।

মুসলমানেরা যখন জেরুজালেম জয় করে তখন তারা এটাই প্রমানিত করেছিলো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)রহমত ও অনুকম্পা হিসেবে এসেছেন এর পরবর্তী যুদ্ধগুলোতেও মুসলমানেরা ইনসাফ ও দয়ার প্রদর্শন করেছে এবং বিজিতদের উপর অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন চালানো পছন্দ করেনি। শুধুমাত্র এর একটিই কারণ, মুহাম্মাদী আদর্শের প্রাণশক্তি গতিময়, প্রভাবপূর্ণ ও চিরস্থায়ী।

www.pathagar.com

আর্থার এন, ওয়ালষ্টন

মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করার যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে কেউ কোনদিন তা অতিক্রম করতে পারেনি, কিংবা কেউ তার সমকক্ষও হতে পারেনি।

আর লিন্ডাও

খৃষ্টবাদের ব্যাপার হলো এই যে, ওটা শুধুমাত্র কেবল ইসলামকেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ইহুদীবাদকে সংখ্যালঘুদের ধর্ম মনে করে এটাকে তার শত্রু বা প্রতিপক্ষ মনে করে না। হিন্দু বা বৌদ্ধমত কোন সময় ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বরং এ দুটো ধর্মের সাথে ইউরোপ একরকম অপরিচিতই ছিল। গোটা উত্তর আফ্রিকা মুসলমান হলো। এমনিভাবে স্পেন (সুদীর্ঘ আট শত বছর পর্যন্ত)। কিছুদিনের জন্যে সিসিলিও মুসলমানদের দখলে রইলো। এছাড়া খৃষ্টবাদ ও ইহুদীবাদের জন্মস্থানও মুসলমানদের হাতে রইলো। এমনিভাবে খৃষ্টান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্রস্থল কষ্টান্টিনোপলও মুসলমানের হাতে চলে গেলো।

বহু শতাব্দী বিস্তৃত এক বিশাল সময় ধরে খৃষ্টানেরা কুরআন, ইসলাম এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে সব ধরনের অন্যায় ও আমানবিক আক্রমণ চালিয়ে দেখে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এতে খৃষ্টবাদের সাফল্যও এসেছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উপর খৃষ্টানদের উপনিবেশগুলোও টিকে থেকেছে। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মশক্তিকে চাপা দেয়া সম্ভব হয়নি। (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যক্তিত্ব এবং তার আদর্শ এতই প্রাণরসপূর্ণ যে, সমগ্র খৃষ্টান জগতের চেষ্টা কোশেশ ও খাটুনী সত্ত্বেও তা

www.pathagar.com

প্রভাবহীন করা যায়নি। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণী আন্দোলনসমূহ আবার খৃষ্টান-বিশ্বকে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করে দিয়েছে।

ব্যাপার হলো এই যে, বিগত কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলমান যতই লাঞ্ছিত, নিপীড়িত এবং কর্মহীনই হোক না কেন, যতই সময় যাচ্ছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষা ও আদর্শের গুরুত্ব ও সত্যতার মাত্রা শুধু বাড়ছেই বাড়ছে। আর বিশ্ব যদি তার বিবাদ-বিসম্বাদ হতে মুক্ত হয়ে নিরাপত্তার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হতে চায়। তবে তাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের উপরই আমল করতে হবে।

ওয়াশিংটন আরভিং

দুঃখের দিনগুলিতে তাঁর যে চেহারা ও সরল ব্যবহার দেখা যেত, বৃহত্তম ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার পরও তাঁর সেই একই অবস্থা ছিল। রাজকীয় আচার আচরণ থেকে তিনি এত দূরে ছিলেন যে, কোন ঘরে প্রবেশ করলে সম্মান প্রদর্শনমূলক বিশেষ কিছু কেউ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন।

আর ডব্লিউ সুডর্ন WESTERN VIEWS OF ISLAM AND MIDDLE AGES (PUB 1992)

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিদের অজ্ঞতা ও মুর্খতা ছিল একেবারে শেষ পর্যায়ের। ল্যাটিন শিক্ষিত সমাজকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করতো যে-মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ছিলেন? কীভাবে তিনি এমন সব নজীরবিহীন সাফল্য লাভ করলেন? তখন এ লাতিনী উত্তর দিতো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন যাদুকর ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) যিনি তার যাদুর বলে আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশের লোকদের মুসলমান বানিয়ে ফেলেন।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের তথাকথিত বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের রোপন করা ফসলই আগত শতাব্দীগুলোতে খৃষ্টান জগতকে কেটে সাফ করতে হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের বে-খবরী ও অজ্ঞতা তাদের দ্বারা এমন সব মূর্খতাপূর্ণ কর্মকান্ড করিয়েছে যা উল্লেখ করলে যেমন হাসি পায়, ঠিক তেমনি অনুশোচনাও অনুভূত হয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যারা যাদুকর বলে, তারা আজ এ কথা ভাবতে বাধ্য হয়ে পড়েছে যে, বিশ্ব কি তার মতো অন্য আরেকজন ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক জন্ম দিয়েছে?

ডি জি হোগারথ

মুহাম্মাদর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তুচ্ছ সব কিছুই একটি অনুসরণীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে যা আজও কোটি কোটি মানুষ পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেছে। একমাত্র তিনি ছাড়া মানব জাতির কোন অংশ নির্ভুল মানুষ হিসাবে আর কাউকেই এমন নিখূঁতভাবে অনুসরণ করে চলে না।

এজি লিওনার্ড

ISLAM (Pub.1909)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন কর্মপন্থাটি এমন বৈশিষ্টপূর্ণ ছিল যা তাকে সবার চেয়ে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে? এ জন্যে আমাদের খৃষ্টমতের ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে হবে। বিশেষ করে ঐ যুগটা অধ্যয়ন করতে হবে যাকে "ধর্মীয় শাস্তির" যুগ বলা হয়। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে খৃষ্টানদের বিচার ও সাজা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিষ্পাপ-নিরপরাধ মানুষের রক্তে খৃষ্টবাদের আঁচলকে এমনিভাবে রঞ্জিত করেছে, বহু শতাব্দী কেটে গেলেও সেই দাগ মোছা সম্ভব হয়নি। এলবিগেন্স, ওয়াল্ড নিসেজ এবং বার্থোলোমিওদের কুৎসিত কর্মতৎপরতার দিকে একটু দৃষ্টি দিন।

www.pathagar.com

এর উল্টো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাথী ও অনুসারীদের ধর্মীয় সাজার মাধ্যমে না কোন অ-মুসলিমকে নির্যাতনের শিকার করেছেন, আর না তাদের দ্বীনের বিজয়ের জন্যে মানুষের রক্ত দিয়ে মানবতার আঁচল রঞ্জিত করেছেন।

এটাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশেষ সৌন্দর্য্য ও গুন যা তাকে পৃথিবীর সমস্ত সম্মানিত মানুষদের ভেতর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে।

লামারতিন

উদ্দেশ্যের মহত্ব, উপায় উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা। যদি এ তিনটি বিষয়ই মানব প্রতিভার মানদন্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য কোন মহামানবকে এনে মুহাম্মাদের সাথে তুলনা করবে, এমন সাহস কার আছে? --- দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্ম প্রচারক, আইন প্রণেতা, যোদ্ধা, আদর্শ বিজেতা মানবিক রীতি-নীতির প্রবর্তনকারী এবং একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্য ও বিশটি জাগতিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমরা নিদ্বির্ধায় জিজ্ঞেস করতে পারি মানুষের মহত্বের পরিমাপ করা যেতে পারে, এমন সকল মানদন্ডের বিচারে তার চেয়ে মহত আর কোন মানুষ আছে কি?

এম এম ওয়াট MOHAMMAD, PROPHET AND STATSMAN.

খৃষ্টান জগত যে ব্যক্তিটির প্রতি সবচেয়ে বেশী ঘৃণা প্রকাশ করেছে এবং তাকে 'অন্ধকারের শাহজাদা' খেতাব দিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) মূলতঃ এ ব্যক্তিটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানের হকদার।

www.pathagar.com

আজো খৃষ্টানদের উচিৎ, তারা যেন শতাব্দী লালিত ঘৃণা বাদ দিয়ে সত্যতা ও বাস্তবতার আলোকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী অধ্যয়ন করে। তাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ যে, ইসলাম এক সময় বাইজাইন্টাইনী

সাম্রাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এদের বিস্মৃত হয়ে যাওয়া উচিত যে, মধ্য এশিয়ার উপর মুসলমানরা কব্জা করে ফেলেছিল। স্পেন ও সিসিলির উপর মুসলমানদের শাসন কোন এক সময় সমগ্র ইউরোপ তথা পশ্চিমা জগতের জন্যে বিপদজনক হয়ে গিয়েছিল।

এসব যুদ্ধ কেন সংঘটিত হলো তা ইতিহাসের স্বতন্ত্র এক অধ্যায়। কিন্তু এসব যুদ্ধের অজুহাতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সম্মানিত এবং শ্রদ্ধাভাজন নবীর প্রতি ঘৃণার বৈধতা ও যৌক্তিকতা সন্ধান করা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওসব মহত্ব ও সৌন্দর্য্যসমূহের প্রতি মিথ্যারোপেরই নামান্তর যেগুলোর উদাহরণ বিশ্ব জাহানের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির হওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি।

জি হ্যগেন্স APPOLORY FOR MOHAMMAD.

সেই পোপ কোথায়? কোথায় সে আর্চ বিশপ অফ কেন্টরব্রী এবং কাউন্সিলস্ অফ কনভেকেশন, আশকফ, পাদ্রী আর খৃষ্টান আইন প্রণেতারা, যারা আফ্রিকার বুকে দাসত্বের অনুমোদন দিয়েছেন। যারা নিগ্রোদের গোলাম বানানোকে ধর্ম ও শরীয়ত সম্মত করেছেন।

আজ কেউই তাদের নাম জানেনা। তারা ইতিহাসের আবর্জনা পরিবেষ্টিত হয়ে নাম গন্ধ পরিচয় বিহীনভাবে ঘুমিয়ে আছে। কোন গবেষক বা ঐতিহাসিক ধুলা বালি ঝেড়ে তাদের নামের খোঁজ করলেও শুধু এ উদ্দেশ্যেই করেন যাতে তিনি তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন এবং তাদের জঘন্য অপরাধসমূহ প্রকাশ করতে পারেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু

'হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রচারিত ধর্ম, এর সততা, সরলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা ও ন্যায়নীতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ, ঐ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবত এক দিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, অপরদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হচ্ছিল পোপদের হাতে। - - - - তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।

বী স্মীথ MOHAMMAD AND MOHAMMADANISM (Pub. 1874)

পৃথিবীতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতো কোন বন্ধু চোখে পড়ে না। যিনি তার সঙ্গী সাথীদের সত্যিকার বন্ধু ছিলেন।

এ ছিলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহান সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্বের অনুপম আকর্ষণ, যাতে ইসলামের প্রথম দিনগুলোতে তার পাশে এমন সাথীরা সমবেত হয়েছিলেন যারা ছিলেন মক্কার সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মীনী বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর কথানুসারে "তিনি খুবই লাজুক ছিলেন" এ সত্বেও তিনি এমন আকর্ষণীয় ও নিষ্ঠাপূর্ণ বন্ধু ছিলেন যে, একবার যার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তা চিরদিন অটুট রেখেছেন।

তিনি সীমাহীন দয়ালু এবং প্রেমময় ছিলেন। ক্ষমা ও মহত্ব প্রদর্শন তার বৈশিষ্ট্য ছিলো। "আমি তার খিদমত শুরু করেছি, যখন আমার বয়স ছিল আট"। এ হলো তার খাদিম হযরত আনাসের (রাঃ) কথা। কয়েকবার আমি তার খুব ক্ষতি করেছি। কিন্তু একবারেও তিনি আমাকে ধমকও দেননি, কোন সাজাও না"।

www.pathagar.com

একজন ভিনদেশী দূত তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে তিনি তার অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেছিলোঃ পারস্যের খসরু ও গ্রীকের হিরাক্লিয়াসদেরকে মাথায় মুকুট পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর মতো শাসক আমি কোনদিন দেখিনি, যিনি নিজের মতো লোকেদের মাঝে তাদের মতোই বসবাস করে, তাদের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করছিলেন"।

খৃষ্টীয় পরিভাষায় বলতে গেলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর সত্তা একদিকে যেমন কায়সার (সীজার) ছিলো–রাষ্ট্রের শাসক ছিলো অন্যদিকে তা ধর্মীয় নেতা হিসেবে পোপও ছিলো। পোপ এবং সীজারের সমন্বয় ঘটেছিল তার সত্তায়। কিন্তু এমন এক পোপ ছিলেন যার মধ্যে পোপদের মতো ঠাট–ঠমক ও প্রকাশ্য লোক দেখানো ছিলনা। তিনি এমন এক সীজার ছিলেন, যার আড়ম্বরপূর্ণ কোন ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনী ছিলনা। তার কোন গার্ড ফোর্স ছিল না, না ছিল কোন দেহরক্ষী বা প্রাসাদ। আর তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ইচ্ছেমাফিক বা নির্দিষ্ট কোন অংক নিতেন না।

যদি কোন মানুষ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি আল্লাহর মর্জিতে শাসন কার্য পরিচালনা করছিলেন, তবে তিনি শুধু আর শুধু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেননা পার্থিব ও বস্তুভিত্তিক কোন উপাদান ছাড়াই তার হাতে সমস্ত শক্তি ও সামর্থ মজুদ ছিল।

তিনি ছিলেন দরবারী খেতাব উপাধি প্রকাশ্য শান–শওকতের উর্ধ্বে। তার সারল্যের মাঝেই ছিল তার মর্যাদা। তার জীবনটা ছিল একটা খোলা বই। উভয় জগতের দৌলত তার জন্য ছিল বিদ্যমান আর সদা–উপস্থিত। কিন্তু তিনি এ ঐশ্বর্য্য আর বৈভব উপভোগ করার ইচ্ছে কোনদিন করেননি। ওসব লোক, যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–

www.pathagar.com

এর যুগে তার প্রতিপক্ষ বা শত্রু ছিল। তাকে কষ্ট দিয়েছে এবং ইসলামও গ্রহণ করেনি। তাদেরকেও হযরতের সরলতা ইনসাফ, বিশ্বস্থতা, ধৈর্য্য প্রেম এবং ক্ষমতার স্বীকৃতি দিতে দেখা যায়।

এইচ জি ওয়েলস

গোড়া থেকেই ইসলাম খ্রীষ্টধর্মের জটিলতা ও ইহুদীবাদের কুটিল ধর্মান্ধতার বিরোধিতা করে আসছে। - - - - ইহা গৌতম বুদ্ধের মতবাদের ন্যায় শুধু একটা নতুন মতবাদ ছিল না বরং তৎকালীন ঈসায়ী ধর্মের ন্যায় ইহা স্বর্গীয় এক নতুন ধর্ম ছিল। তদুপরি ইহা হলো চিরস্থায়ী একটা জীবন ব্যবস্থা। উদারতা, মহানুভবতা ও বিশ্ব জনীন ভ্রাতৃত্ববোধের গুনরাজিতে ইসলাম পরিপূর্ণ। ইসলাম তার নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতির মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সকলকে একই কাতারে সাম্য মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তাই সমস্ত গুনের অধিকারী হওয়ার দরুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রকার মানুষের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।

এ ডার্মিংহাম LIFE OF MOHAMET (1930)

আল্লাহ্‌র উপর যে ঈমান আর ইয়াকীন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছিল, ইতিহাস-এর উদাহরণ দেখাতে পারবে না। ঘটনা আছে যে, একবার তিনি মদীনা যাওয়ার পথে একটি গাছের নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি তার তরবারী একটা গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ তার চোখ খুললে তিনি দেখতে পান, অপরিচিত এক ব্যক্তি তার দিকে তরবারী বাগিয়ে চিৎকার করছেঃ "বলো! আমার হাত থেকে তোমাকে এবার কে রক্ষা করতে পারে" তিনি অপরিচিতের চেহারায় দৃষ্টি নিবন্ধ করে, অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে উত্তর দিলেনঃ আমার আল্লাহ্!

www.pathagar.com

অপরিচিত বুদ্দুটি এত সন্ত্রস্ত আর আশ্চর্য হলো যে তার হাত হতে তরবারী পড়ে গেলো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার তলোয়ার উঠিয়ে ঐ লোকটির দিকে উচিয়ে বললেনঃ এবার তোমাকে বাঁচাবে কে?

আহাহা -- কেউ না। বুদ্দু লোকটি অসহায়ভাবে উত্তর দিলো।

তিনি তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেনঃ শোন আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করতে শেখ তিনিই তোমার হেফাজত করবেন।

বার্ট্রান্ড রাসেল HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY (1948)

পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলেই আমরা ৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলে থাকি। অথচ এই সময়েই ভারত হতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভুভাগে গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

এ লিউনার্ড HIS MORAL AND SPIRITUAL VARTUE

এই পৃথিবীর কোন মানুষ যদি কখনও ঈশ্বরকে দেখে থাকেন, কোন মানুষ যদি কখনও সৎ ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বরের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিত রূপে সেই ব্যক্তিটি হলেন আরবের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

স্যার ইউলিয়ম ম্যুর LIEF OF MOHAMMAD (Pub. 1861)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুক্ত-স্বাধীন আধিপত্য একচ্ছত্র বা নিরংকুশ হয়নি একথা দেখতে বা প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা যদি ইতিহাসের পাতা উল্টাই তাহলে এটা হবে এক অনর্থক

www.pathagar.com

কাজ। কেননা, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে নিরুৎসাহিতা, হুমকি, ভয়-ভীতি, বয়কট এবং শাস্তি নির্যাতনের মুকাবিলায় তেরটি বছর নিজের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন এর কোন উদাহরণ ইতিহাস পেশ করতে পারবে না। অবিশ্বাস্য কষ্ট-যাতনা ও নির্যাতন নিপীড়ন সত্বেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার আকীদার পতাকা উর্ধ্বেই তুলে ধরে রেখেছিলেন আর একবারও আমরা দেখবো না, যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে অমান্যকারীদের উপর আযাবের দু'আ করেছেন।

সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু বিশ্বস্ততা ও ওয়াদা পালনে জুড়িহীন ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুবই সহিষ্ণুতা এবং অনুপম সহ্য ক্ষমতার সাথে কাফের ও দুশমনদের দেয়া সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, অপমানের মোকাবিলা করে করে সুদিন আর সুরক্ষিত ভবিষ্যতের অপেক্ষা করছিলেন।

মদীনা হতে যখন সুরক্ষার নিশ্চয়তা এলো তখনো তিনি সর্বপ্রথম চলে যাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া করেননি বরং সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে সব শেষে তিনি মদীনা রওয়ানা হলেন। আর এ ছিলো তার সুমহান এবং অকম্পিত ঈমানের বিজয় যে সাত বছর পর যখন তিনি মক্কা ফিরলেন তখন বিজয়ীর বেশে ফিরলেন।

আর লিনডাও ISLAM AND THE ARABS (1958)

মুসলমান এবং সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-দিয়েছেন, সেটা কি?

মুহাম্মাদ বলেছেন, যে দৈনন্দিন সমাজ ও কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লারই সার্বভৌমত্ব। তা সামাজিক মেলামেশা, পারিবারিক সম্পর্ক, রোজকার জীবনের কর্ম-সাধনা, রাজনৈতিক কর্মকান্ডই হোক অথবা

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পকীয় বিষয়ই হোক, সবকিছুই খোদায়ী বিধানের অধীনে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইসলাম একটি এমন ধর্ম যা সমস্ত মানবজাতির সাফল্যকে প্রথম প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর ব্যক্তি এখানে মিল্লাতের (জাতি) একটি অংশ - - - - - আর আল্লাহ তা'লা সমগ্র জাহানের রব।

গ্যেটে (EVERY MANS LIBRARY, LONDON 1918)

"ইহাই যদি ইসলাম হয়, তাহলে আমরা সকলেই কি ইসলামের অন্তর্ভূক্ত নই?"

এ জি লিওনার্দ MOHAMMADANISM IN RELIGIOUS SYSTEMS OF THE WORLD (Pub. 1908)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বকে এ কথা বলেছেন যে খোদা কোন সত্তাগত অস্তিত্ব নয় বরং "আল্লাহ্" সমস্ত সৃষ্টি জগত এবং গোটা মানব জাতির স্রষ্টা। এ ছিল একটি মতাদর্শ, একটি বিশ্বাস, একটি এমন মহা-বিপ্লব যদ্বারা এ বিশ্ব চরাচর প্রথমবারের মতো পরিচিত হয়েছিলো। আর চিরদিন সে ঐ এক আল্লাহ- দোজাহানের স্রষ্টার ইবাদত করতে থাকবে।

বি স্মীথ MOHAMMAD AND MOHAM--MADANISM (Pub. 1974)

আল্লাহর ব্যাপারে ইসলামের ধারনা কি? এটা বুঝতে হলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একত্ববাদী আকীদার প্রতি লক্ষ্য করুন আর এতে করে মুসলমানদের পূর্ণ ইতিহাস আপনার সামনে এসে যাবে।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ইবাদত করলে শুধু আল্লাহর। সন্তুষ্টি চাইলে আল্লাহর। সদা-সর্বদা আপন আল্লাহকে স্মরণ কর। -- সর্বক্ষণ --মসজিদে, বাড়ীতে, বাজারে, সমুদ্রে, মরুতে---- হট্টগোলে, নীরবে প্রকাশ্যে এবং গোপনে --সর্বক্ষন, সর্বজায়গায় আপন প্রভূর বড়ত্ব আর মাহাত্ম বর্ণনার শিক্ষা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার অনুসারীদের দিয়েছেন।

খৃষ্টপূর্ব যুগের বিশিষ্ট গ্রীক ট্রাজেডিকার পোরিপেডিজ বলেছিলেনঃ আমায় বলে দাও লোকেরা কেমন খোদাকে মানে আমি তাদের সমস্ত ইতিহাস তোমাদের বলে দেবো।"

জনঅষ্টিন

এক বছরের কিছু বেশী সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনার শাসন দন্ড পরিচালনা করেছিলেন যা সমগ্র পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিল মহা আলোড়ন।"

Mohammed the prophet of Allah in T.P.S and casseds weekly 24th sept 1927

গিবন RICE, DECLINE AND THE FALL OF THE ROMAN EMPIRE.

সপ্তম শতকের খৃষ্টানদের দেখা যায় যে তারা কুফরের রসম রেওয়াজ গ্রহণ করে নিয়েছিল। একত্ববাদ বদলে গিয়ে রূপ নিয়েছিল ত্রিত্ববাদের। স্ব স্ব স্থানে তিনটি মুকাদ্দাস সত্তার সৃষ্টি করে ঈসায়ীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। আল্লাহর বান্দা, যীশুকে আল্লাহর পুত্রে রূপান্তরিত করেছে। খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন দল এ আকীদাটিকে নিজ নিজ ধরন অনুযায়ী গ্রহণ করেছে এবং প্রত্যেককেই দাবী করতে লাগলো যে, সত্য

www.pathagar.com

ও সঠিক আকীদা তাদের দলেরই। এমনিভাবেই খৃষ্টানদের কাছে আল্লাহর ধারনা অস্পষ্টতা ও ধুম্রজালের অন্তরালে চলে যেতে থাকে।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তালা সম্পর্কে যে ধারনা দিয়েছেন এতে কোন রূপ অস্পষ্টতা নেই। এটা আলোকোজ্জ্বল ও নূরানী। এছাড়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ কুরআনে পাক আল্লাহর একত্বের শানদার প্রমাণ।

মক্কার পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিমা, মানুষ, গ্রহ-নক্ষত্রের পূজাকে অস্বীকার করে দিয়েছেন। তিনি বুদ্ধি ভিত্তিক ও যুক্তিগ্রাহ্য মূলনীতি সামনে রাখলেন, যা উদিত হয় তা অস্তমিত হবে যা জীবিত তা একদিন মরে যাবে যে ভ্রষ্টতা বিস্তার করে সে একদিন ধ্বংস হবে।

যে সরলতা আর যুক্তির সাথে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস ও প্রমাণ পেশ করেছেন, সারা পৃথিবীতে এর উদাহরণ পাওয়া যায় না।

আরবের পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাহ তিনি যিনি মানুষের মনের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে।

টর আঁদ্রো MOHAMMED, LONDON. 1936

আমরা যদি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সুবিচার করি, তাহলে একথা আমাদের ভুলা উচিত নয় যে, আমরা খ্রীষ্টানরা সজ্ঞানভাবে অথবা অবচেতনভাবে স্বীকার করি, বাইবেলের স্বর্গীয় বাণীতে আমরা যে অদ্বিতীয় ও সুউচ্চ চরিত্রের দর্শন পাই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ধরনের চরিত্র।

www.pathagar.com

বিশ্বের বড়র চেয়ে বড় কোন ব্যক্তি, বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানীরা মিশেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

এর পেশকৃত একত্ববাদী বিশ্বাসের পূর্ণতার উপর বিন্দু বিসর্গও সংযোজিত করতে পারবে না।

একজন নাস্তিকও যখন এ বিশ্বাসের উপর চিন্তা ভাবনা করবে তখন এর ওজন এবং সত্যতা অনুভব না করে থাকতে পারবে না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণনা পদ্ধতির কোন তুলনা হয় না।

লেন পোল

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবীর সেই অল্পসংখ্যক সুখী ব্যক্তিদের একজন, যারা তাদের জীবদ্দশাতেই এক মহান সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করে মহাগৌরবের অধিকারী হয়েছেন। তিনি ছিলেন নগণ্য ও পতিতদের ক্ষমাশীল আশ্রয়দাতা। তাঁর ছোট্ট চাকরকেও তিনি কোনদিন তিরস্কার করেননি। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা শিষ্টভাষী এবং আলোচনায় ছিলেন মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী।

আর ডি সি বোডলে THE MASSENGER (1954)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে যুগে ইসলামের প্রচার করছিলেন এ যুগটিকে এমন লাগে যেমন প্রত্যেকটি মানুষ উম্মাদ-পাগল আর উম্মাদের এ রাজ্যে একটি মাত্র প্রজ্ঞাময় লোক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

এ ডার্মিংহাম THE LIFE OF MOHAMET

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দিক দিয়ে দুনিয়ার একমাত্র পয়গাম্বর। যার জীবনটা একটি খোলা বইয়ের মতো। তার

www.pathagar.com

জীবনের কোন একটা দিকও রহস্যাবৃত্ত বা গোপন নয় বরং আলোকিত নূরানী।

সুস্থ বুদ্ধি বিহীন মানুষেরাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর কোন রকম মানসিক রোগের অপবাদ লাগায়। এখানে তুলনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং বাস্তবকে প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। যে, ওল্ড টেষ্টামেনের নবীরা কতইনা জালালী মেজাজ সম্পন্ন ছিলেন, অন্যদের কথা না হয় বাদই দিলাম "নতুন নিয়মে" মসীহ (আঃ) এর মতো ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যক্তিকেও আমরা রাগ হতে দেখি। এমন ভাষাও ব্যবহার করতে শুনি যাকে পরিশীলিত বলা যায়না।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বড় চেয়ে বড় কোন বিরোধীও কি এমন একটা ঘটনা দেখাতে পারবে? যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় সেটি তার উপর প্রভাবশালী হয়ে পড়েছে। কোনরূপ অপরিমার্জিত ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন, এমন ঘটনা কি কেউ বের করতে পারবে?

তিনি যুদ্ধ বা শান্তি অবস্থায় কখনো কোনরূপ শারিরিক বা মানসিক ব্যাধির আক্রমণে অচল হয়েছিলেন এ কথা কোন বিরোধী বা সমালোচকও বলতে পারবেনা। এমন কোন ঘটনা তাঁর জীবনে পাওয়া যাবেনা যে তিনি কোন রোগাক্রান্ত হয়ে শারিরিক বা মানসিকভাবে দূর্বল হয়েছেন।

তার মানসিক ও শারিরিক সুস্থতা ছিল ঈর্ষা করার মতো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জীবনে চল্লিশটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন, এর মধ্যে ত্রিশটি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং অংশ নিয়েছেন বলে অনুমান করা হয়। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি যে দূরদর্শীতা যে বীরত্ব যে রণ কৌশল আর নৈপূণ্যের প্রমান দিয়েছেন তা কি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, যে কোন ধরনের মানসিক রোগগ্রস্থ?

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাক পবিত্র, সুস্থ ও সবল ব্যক্তিত্বকে রোগগ্রস্থ আখ্যায়িত কারীরা নিজেরাই মানসিক বিকৃতির

www.pathagar.com

ওয়ালটিয়র PHYLOSOPHICAL DICTIONARY

তাঁর চেয়ে বড় মানুষ, মানবতার বন্ধু, পৃথিবী কোনদিন জন্ম দিতে পারবেনা।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা

ঐতিহাসিক মাধ্যম ও প্রক্রিয়া গুলোর দ্বারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনের শেষ বিশটি বছর সম্পর্কে গবেষক ও বিজ্ঞানীরা যে নতুন জ্ঞানের সন্ধান লাভ করেছেন, এতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ব্যক্তিত্ব খুবই সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে যায়।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য দিক যা একটি প্রভাবশালী ও বিস্ময়কর ব্যতিক্রম আর তা হলো এই যে বিরাট বিরাট বিজয় সূচিত হওয়া সত্বেও --মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মানবতা ও মানবতা প্রিয়তা হ্রাস পায়নি বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

লেন পোল STUDIES IN MOSQUE

বাস্তবতা কঠিনই হয়ে থাকে। আর এটা একটা বাস্তব যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দিন নিজের শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন আর যা ছিল তার মহাবিজয়। ঐ দিনটিই ছিল মূলতঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহুর আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্য এবং মানবতার বিজয়ের সুমহান দিন। তিনি মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিলেন। এরা ছিল সেই লোক যাদের অবর্ণনীয় অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে তিনি বছরের পর বছর কাটিয়েছেন।

www.pathagar.com

মানবেতিহাসে এমন কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না, যেভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। বিশ্বের কোন বিজয়ীই তার বিজিত শহরে এভাবে প্রবেশ করেনি।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ইহুদী নির্যাতনের মতো মারাত্মক অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে। অপবাদদাতারা ওসব অবস্থা, ঘটনা এবং কারণগুলো ভুলে যায় যে সবের কারণে তিনি ইহুদীদের সাজা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন মানবতা ও রহমতের মূর্ত প্রতীক। যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে তার ব্যবহার দেখুন। নিজের শত্রুদের সাথে কি কেউ এমন ব্যবহার করতে পারে? নিজের জনগণ ও সাথীদের সঙ্গে তার নম্রতা, শিশুদের জন্যে তার স্নেহ--- মক্কায় তার বিজয়ীরবেশে প্রবেশ - - - ইত্যাদি অগণিত ঘটনা রয়েছে যা এ সাক্ষী দেয় যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রকৃতিতে জুলুম আদৌ ছিলই না।

জর্জ বার্ণাড শ GETTING MARRIED

(ক) আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সংস্কারকৃত মুহাম্মাদবাদ গ্রহণ করবে।

(খ) "আমি তাঁকে"- এই আশ্চর্য মানুষটিকে অধ্যয়ন করেছি এবং আমার মতে, খৃষ্ট বিরোধী বলাতো দূরের কথা তাঁকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে।

(গ) "আমি বিশ্বাস করি তাঁর মত কোন ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন তাহলে এমন উপায়ে তিনি এর সমস্যা সমাধানে সফল হতেন যা পৃথিবীতে নিয়ে আসত বহু আকাংখিত সুখ ও শান্তি।

www.pathagar.com

ম্যরগোলিউথ MOHAMET AND THE RISE OF ISLAM.

খোদায়ী আদেশ ও অহীভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার শত্রুদের যদি শাস্তি দিয়ে থাকেন, তবে এটা ছিল তার জন্যে বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

আর যদ্দুর দয়া ও সমবেদনার ব্যাপার, এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুপম ছিলেন।

যারা তাকে রক্ত-পিপাসু বলে, তাদের চেয়ে জঘন্য মিথ্যাচারী আর কেউ হতে পারে না।

স্যার গোকুন চান্দ নারঙ

আরবীয় নবীর শিক্ষা যখন অসভ্য আরবদের মধ্যে উজ্জীবিত করেছিল এক নতুন জীবন তখন তারা হয়ে দাঁড়াল সমগ্র দুনিয়ার শিক্ষক আর শিক্ষা, বিজয় ও ঐশী সাহায্যের পতাকা উড়তে আরম্ভ করল, একদিকে বাংলা অন্যদিকে স্পেনের উপর।

স্যার হ্যামিলটন গিব MOHAMMADANISM

সাধারণ জীবনে তিনি ছিলেন খুবই লাজনম্র। সূক্ষ্ম অনভূতিসম্পন্ন। আবার মানবতা ও সহমর্মিতার এই সুবিশাল সাগর-- - মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুর্বলের প্রতি করুণা করতেন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন বাস্তবিক এবং অতুলনীয় মানুষ। তার সত্তার সৌন্দর্য্য আর আলোকে শুধু তার সাহাবারাই আলোকপ্রাপ্ত হননি বরং তাঁর অনুসারীরা প্রতি যুগেই সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক গুনাবলীর অধিকারী হতে সক্ষম। তাঁর সাহাবারা তাঁর যতটুকু বিশ্বস্ত

www.pathagar.com

ছিলেন, যে নিষ্ঠা ও ভক্তির প্রমাণ তারা দিতেন, এর কারণ ছিল শুধু তাঁর ব্যক্তিত্ব। এমন এক ব্যক্তিত্ব যা আলোর মতো অন্যের ভিতর সংক্রমিত হয় এবং অন্যায় ও পংকিলতার সকল আধারকে শুষে নেয়।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম)-দের জীবনাদর্শ সারা বিশ্বের নিকট আজ অত্যন্ত মূল্যবান, সমস্ত শ্রেনীর মানুষের উচিত তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা।

আর ভি, সি, বোডলে THE MASSENGER (1954)

এমন অনেক মুনাফিক এবং পশ্চিমা মিথ্যাবাদী ঐহিতাসিক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর এমন সব দোষারোপ করেছেন যাতে তাদের পচা মন-মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

যদি তিনি লোভী, অবিশ্বাসী হতেন (নাউজুবিল্লাহ) তবে খাদিজা (রাঃ) তাঁকে কোনদিন তার বাণিজ্যিক কাফেলার প্রধান নিয়োগ করতেন না। তাঁর ছড়িয়ে পড়া ব্যবসার ব্যবস্থাপক বানাতেন না। যদি তাঁর মাঝে অবিশ্বস্ততা বা কূটবুদ্ধির লেশমাত্রও থাকতো, তাহলে তাকে কখনও বিয়ে করতেন না।

সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও কোনদিন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করেননি এটা তাঁর প্রকৃতিতে ছিলই না। এরপর আবার তার মহানুভবতা ও মানবতার সুমহান ঐতিহ্য লক্ষ্য করুন, যতদিন খাদিজা (রাঃ) জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি দ্বিতীয় বিয়ে পর্যন্ত করেন নি।

www.pathagar.com

স্যার পি সি রামস্বামী

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-দের ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম এর ব্যবহারিক জীবনে সামান্যতমই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাতির অহঙ্কার, হীনমন্যতার প্রবনতা, সাদা কালো বাদামী বর্ণের অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি কোন তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চাই না। দেখতে পাই ইসলামেই শুধু এমন কোন অহঙ্কার নাই।

থমাস কারলায়েল THE HERO AS PROPHET

যদি কোন মানুষের গোটা জীবনটাকেই বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী বলে আখ্যায়িত করা যায় তবে তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লোভী স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালিপ্সু বলে তাঁর সাথে আমার তীব্র বিরোধ ও ভিন্নমত। যখন বিশ্ব-জাহানের সম্পদ ও নেয়ামতসমূহ তাঁর পদতলে ছিল তখনো তিনি চোখ তুলে তাকাননি এসবের দিকে। নিজের প্রয়োজনের খাতিরে যা নিতেন তাও হতো খুবই সাধারণ ও নগন্য। অথচ ওযুগে (আর এখনো) রাজ্যের সমস্ত সম্পদ শাসকরা নিজেদের জন্য ব্যয় করে দিয়ে থাকে।

লেনপোল STUDIES IN MOSQUE

তাঁর সারাটা জীবন একটি বাস্তবের সাক্ষী দেয় যে, তিনি ছিলেন সত্যের সাথী। নিজের লাভের উদ্দেশ্যে তিনি কখানো স্কীম তৈরী করেননি। স্ববিরোধিতা তার জীবনে আদৌ ছিল না। কামনা ও লোভের পরছায়াটাও তাঁর উপর পড়েনি।

তাঁর মাঝে এমন কোন ত্রুটি, অপূর্ণতা বা দুর্বলতা ছিলনা যা মানুষের জীবদ্দশায়ই তার যশ-খ্যাতি ও সুনামকে ঘুনের মতো খেয়ে ফেলে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈসা (আঃ)-এর মতো এ

www.pathagar.com

কথা বলেন না যে, কিছু বীজ রুক্ষ মাটিতে পড়ে এবং তা ফুলে রূপান্তরিত হয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা ও আদর্শ রুক্ষ কঠিন মাটিকে ফুলে ফলে সুশোভিত কুসুম কাননে পরিণত করেছে। তাঁর সংগ্রাম ও সাধনা ছিল ফলপ্রসূ। তাঁর আবেগ ও কর্মচাঞ্চল্য নিজের জন্য ছিলনা বরং তা ছিল গোটা বিশ্বের জন্য। একটি মহান লক্ষ্যে পৌছুতে যে ধরনের প্রেরণা ও কর্মতৎপরতার প্রয়োজন অনুভূত হয় তা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। তাঁর যে প্রেরণা ও সাধনা ছিল তা পৃথিবীকে আগুনে জ্বালাতে নয় বরং শান্তি সুখের নীড়ে পরিণত করতে।

তিনি এক আল্লাহর পয়গম্বর ছিলেন। তিনি নিজ জীবনটাকে সুমহান লক্ষ্য অর্জনে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। আর এটাই তার সবচেয়ে বড় আনন্দ।

মুহাম্মাদই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার জন্ম এবং অনুভূতি জাগ্রত হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনরূপ ছন্দপতনহীনভাবে একটানা পূত পবিত্র জীবন যাপন করে গেছেন। কখনোও তার সত্ত্বার পরিচয় বিস্মৃতি ঘটেনি। যে পয়গাম তিনি নিয়ে এসেছিলেন এ পয়গামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবন। আপন ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এবং নিজ জাতির শাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছে যে বিনয় ও নম্রতা পাওয়া যায় এমনটি বিশ্বের আর কোন শাসক বা পয়গম্বরের ভাগ্যে জুটেনি। আর এ কারণেই কারলায়েল তাঁকে "হিরো পয়গম্বর" বলে মনোনীত করেছে।

এ জি লিউনার্দ ISLAM (1909)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি পবিত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকেন। নবুওয়তের ঘোষণা দেয়ার আগের এবং পরের জীবনধারায় কোন বিরোধীতা বা দ্বিমূখীতা পরিলক্ষিত

www.pathagar.com

হয় না। যদি তার কথায় এবং কাজে কোন বৈপরিত্য থাকতো তাইলে তার আপন লোক, তার পরিজনেরাই তাকে নিগৃহীত করতো। কিন্তু ঘটনাতো এমন যে তার প্রাণের শত্রু, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রকারীরাও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সততা ও বিশ্বস্ততাকে মানে।

স্বামী বিবেকানন্দ THE GREAT TEACHER OF THE WORLD

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন পয়গম্বর– সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের সমস্ত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের।

মহাত্মাগান্ধী

ইসলাম তার গৌরবময় দিনগুলোতে অসহিষ্ণু ছিল না। তাই অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল দুনিয়ার শ্রদ্ধা। প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত প্রাচ্যের আকাশে উদিত হল এক নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিয়েছিল স্বস্তি।

ইসলাম একটা মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক। তাহলে আমার মতই তারা একে ভালবাসবে।

Zuoted in the vindication of the Prophet of islam.

এইচ জি ওয়েলস OUTLINES OF HISTORY (1920)

প্রশ্ন হলো এই যে, একজন এমন মানুষ যেকোন গুন বা সৌন্দর্যের অধিকারী নয় তার কি কোন বন্ধু থাকতে পারে?

বাস্তব তো এটাই যে, যে সব লোক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বেশী নিকট থেকে জানতেন, তার প্রতি এঁদেরই ভক্তি–

www.pathagar.com

বিশ্বাস সবচেয়ে বেশী ছিল। খাদিজা (রাঃ) কে ধরুন, আবুবক্‌র (রাঃ) কেই নিন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর প্রতি তাদের ভক্তি কখনো হ্রাস পায়নি। পয়গম্বরের প্রতি আবুবকর (রাঃ)–এর ভক্তি বিশ্বাস ছিল সূর্যের চেয়েও স্পষ্ট। ও যুগের ইতিহাস পাঠকের উপর আবু বক্‌রের সততা ও সত্য প্রিয়তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

মিথ্যাচারীর আদর্শে স্ববিরোধীতা এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকবেই।

সত্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত এবং শ্রেষ্ট গুন। যে মিথ্যাচারী সে মুসলমান হতে পারেনা। এটাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর শিক্ষা। এ ছাড়া আবার এরচেয়ে বড় সততা যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবীকে দিয়েছেন, তা হলো আল্লাহর একত্ব। এ ধারণা ইয়াহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান কিন্তু কতটুক? ইসলাম সরল এবং সম্পূর্ণতম ধর্ম। দয়া মহত্ব এবং সাম্যের উপরই এর বুনিয়াদ ঢেলে সাজানো হয়েছে। এ হলো পৃথিবীর প্রতিটি সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণকারী ধর্ম। দয়া মহত্ব এবং সাম্যের উপরই এর বুনিয়াদ ঢেলে সাজানো হয়েছে। এ হলো পৃথিবীর প্রতিটি সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণকারী ধর্ম।

এ ডার্মিংহাম THE LIFE OF MOHAMET (1930)

তিনি মানুষ ছিলেন। মানবিক কারণে তার সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে। কিন্তু মানুষ হওয়ার সুবাদেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনদিন মিথ্যা বলেননি। তাঁর নিজস্ব কোন দাবী ছিল না। তাবলীগের প্রারম্ভ থেকেই তাঁর দাবী ছিল যে এটা আল্লাহ্‌র মিশন। যে জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কোন সাফল্যকেই আপন চেষ্টা–সাধনা ও পরিশ্রমের দিকে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেন নি। তিনি তার প্রতিটি সাফল্যকেই আল্লাহ তা'লার দান হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। সুতরাং পৃথিবীর কোন মানুষ কি করে তার

www.pathagar.com

মিশনকে ভাল বা পার্থিব সাব্যস্ত করবে? কুরআন-মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বরচিত নয়। লুই মসিনিস্ত তার গবেষণা ও অনুসন্ধানের সঠিক ফলাফল লাভ করেছিলঃ

০ কুরআন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বরচিত গ্রন্থ হতেই পারে না।- এটা সন্দেহাতীতভাবে ঐশী।

০ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং বলছেন যে, আল্লাহ ছাড়া তিনি বড়ই একা এবং দুর্বল।

০ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্মতত্ত্ব বিশারদ নন যে তাকে পবিত্র মূলনীতিগুলো নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করতে দেখা যায়।

০ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো আল্লাহ প্রদত্ত প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত-আর আল্লাহর সত্তাই তাঁর ইহ ও পরকালীন মহা-বাস্তব।

জি, এল, বেরী RELIGIOUS OF THE WORLD

নবী হিসেবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সামনে রেখে ইতিহাস স্রষ্টা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এ ছিল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সীরাত এবং হাদীস যা বিশ্বের সেরা সেরা সভ্যতার মাঝে ইসলামকে একটি সভ্যতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে যারপর পৃথিবীর আর কোন সভ্যতাই ইসলামী সভ্যতায় প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনি। মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর অংশ গ্রহণ অত্যন্ত মূল্যবান, অবিস্মরণীয় এবং চিরস্থায়ী।

ডক্টর গুষ্টাভ উইল

তিনি রক্ত পীপাসু নীতি এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তি আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সর্বকালীন আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি ক্রীতদাসের

www.pathagar.com

কঠোর জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র বিধবা ও এতিমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসুলভ যত্ন।

ডব্লিউ ডব্লিউ কেশ THE EXPANSION OF ISLAM (Pub. 1928)

এ তিক্ত বাস্তবটি খৃষ্টানদের মেনে নেয়া উচিৎ যে খৃষ্ট-নৈতিকতার চেয়ে ইসলামী নৈতিক ও চারিত্রিক বিধান বহু গুন বেশী উত্তম এবং পালনযোগ্য। পাদ্রী কেনিন আইজাক টেলর এর তুলনামূলক বিশ্লেষন করেছেন।

এমনটা কী করে সম্ভব হলো? শুধু এজন্য যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নীতি ও আদর্শ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং যেগুলোকে দুনিয়ার বুকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, তিনি স্বয়ং সে সমস্ত শিক্ষা ও আদর্শের একজন দোষমুক্ত অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজে এর উপর আমল করতেন এবং আপন সাহাবাদেরও এর উপর আমল করার পরামর্শ দিয়েছেন আর এতে তারাও এ নৈতিকতা ও চরিত্রের রংয়ে রঞ্জিত হয়ে গেলেন।

প্রথম বারের মতো ইসলামই নারীদের মানবিক অধিকার দিলো, তাদের স্বামী পরিত্যাগ করার অধিকার দিলো, দেহ ব্যবসার জন্য কঠোর শাস্তির নির্ধারন করেছে। মদ হলো হারাম আর জুয়া খেলা মহাপাপে পর্যবসিত হলো। মদ, বেশ্যাবৃত্তি ও জুয়া- এমন তিনটি অসৎ কর্ম যার বৈধতার দাবী খৃষ্টান ধর্মগুরুরা করেছেন। এমনকি ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে এগুলোকে দৈনন্দিন জীবনের অংগ বানিয়ে নিয়েছেন। মৌলিক পার্থক্য ছিল এটাই যে, ঈসা মসিহ (আঃ) তার হাওয়ারী ও অনুসারীদের তার আদর্শের উপর শতকরা একশ' ভাগ আমল করাতে পারেন নি। এ সাফল্য তো মসীহ (আঃ) এর জীবদ্দশায় নয় বরং এর পরও লাভ হয়নি। অথচ মহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লাম)–এর অনুসারীরা তাঁর জীবদ্দশায়ই তার আদর্শকে শতকরা একশ' ভাগ আপন করে নিয়ে ছিলেন। বহু শতাব্দী অতীত হয়ে যাওয়া সত্বেও আজ ইসলামী জগতের অধিকাংশই ঐ আদর্শ ও চরিত্রের উপর কর্মরত। এতো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর অমর ও প্রাণময় মু'জেজা। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর শক্তি যা মূলতঃ ইসলামেরই শক্তি। তা হলো এই যে, তিনি মানব জাতিকে দ্বীনদারীর সাথে জীবন যাপন করতে শিখিয়েছেন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শের প্রভাব তো স্বস্থানে আছেই–তিনি এটাকে এমন সরল–সোজা করে দিয়েছেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা গ্রহণ করতে কোনরূপ ঝামেলা পোহাতে হয় না। এর বিপরীত, অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা ও আদর্শ এতই জঞ্জালপূর্ণ ও এলোমেলো যে তা সাধারণ মানুষের মাথায়ই ঢুকেনা। " ইনশাআল্লাহ'' এমন এক বিধান যা বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বে শোনা যাচ্ছে। "আল্লাহ চাহে তো'' অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি কাজ কর্ম চেষ্টা সাধনাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'লার ইচ্ছার সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এমনি ভাবে 'এক আল্লাহর' প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানদের মাঝে এমন এক সাম্য জন্ম নিয়েছে যার নজীর পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম ও দর্শনই পেশ করতে পারেনা।

ডক্টর মার্কাস উড্

ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নির্যাতন ভোগ করছেন, নির্বাসিত হয়েছেন। সহায় সম্বলহারা হয়েছেন। আত্মীয় স্বজনদের রোষানলে পড়েছেন। কিন্তু কোন প্রাচুর্যের মোহ, কোন হুমকি কিংবা প্রলোভনই তাঁর ন্যায়ের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি।

www.pathagar.com

ডব্লু মন্টোগোমরী ওয়েট MOHAMMAD THE PROPHET AND STATES MAN.

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন কুশলী শাসক। শাসন কার্যের জন্য লোক নির্বাচনে তিনি ছিলেন মহাবিজ্ঞ।

থমাস কারলায়েল HERO AS PROPHET

আল্লাহ এক। শক্তি শুধু তারই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের মরণ দেন, জীবন দাতাও তিনিই। আল্লাহু আকবার.....আল্লাহ মহান। তাকে মেনে চল। যে হত্যা, অত্যাচার থেকে বিরত থাকবে সেই বুদ্ধিমান। আল্লাহ তার উপর খুশী হবেন। এর বদলা তোমরা এ জগতে ও পরজগতে পাবে। আল্লাহর কথা মানা ছাড়া 'আর কিছুই তোমাদের করার মতো' নেই।

যদি পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধ এবং মূর্তি পূজায় লিপ্ত মানুষও এ আকীদা মেনে নেয়। শুধু তাই নয় বরং আগ্নেয় গিরির মতো হৃদয় নিয়ে এ আকীদার উপর আমল করেও দেখিয়ে দিতে পারে তবে এটাকে কী বলে আখ্যয়িত করা যায়।? মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মু'জেজা।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লাম)-এর পয়গামের উপর আমল কারীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে গেলেন। আর আমি মনে করি, তাদের এমনিই হওয়া দরকার ছিল।

মানুষের আসল কর্তব্য কি? .....এটা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে ভালোভাবে মানুষকে আর কেউ বলতে পারেনি। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্ম সরল তো বটে কিন্তু সহজ নয়। দিনে পাঁচবার সঠিক রূপে নামায পড়া। রোজা এবং যাকাত ফরজ .....মদ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারীরা এসব কিছু মেনে, কাজে পরিণত করে দেখিয়েছেন।

www.pathagar.com

ঈসাইয়্যাতে ক্ষমা ও মহত্ত্বের মাপকাটি এই যে কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মেরে বসে তবে তুমি এর প্রতি উত্তরে কিছু না করে তোমার অপর গালটিও চড়ের জন্যে পেতে দাও। এটা খুবই উচ্চতর মতাদর্শ হলেও মানব প্রকৃতি বিরোধী। ইসলামের এমন কোন অস্বাভাবিক কথা নেই। এখানে প্রতিফলের ধারণা রয়েছে কিন্তু (পাশাপাশি) মানুষের সমগ্র চাহিদা সমূহের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। কম ও বেশী ছাড়া সঠিক বিচার সমস্ত মানুষের সামনে রেখে বলা হয়েছে। ক্ষমা যদি করতে পার, তাইলে এর চেয়ে ভালো কাজ আর কিছু হয় না।

আর্থার এন ওয়ালটার HALF HOUR WITH PROPHET

মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করার যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লাম) ছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে কেউ কোনদিন আর তা অতিক্রম করতে পারেনি কিংবা কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি।

ফিলিপ কে হিট্টি THE HISTORY OF THE ARABS

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য থেকে একটি জাতি ও ধর্মের পত্তন করলেন যার ভৌগোলিক প্রভাব খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের অতিক্রম করে গেল। মানব জাতির বিপুল অংশ আজ তাঁর অনুসারী।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দান-খয়রাত কে মানবিক গুণ-গর্বের প্রকাশ বলে মনে করতেন না বরং খয়রাত করাকে তিনি মানবিক কর্তব্য স্থির করেন। দু'টো ধারণার যে পার্থক্য তা সুন্দর ভাবে বুঝা যায়। এটা মানুষের প্রয়োজন যে, সে অন্যে প্রয়োজন পূরন করবে -যাতে করে সে তার শেষ পরিনতি গুছিয়ে নিতে পারে।

www.pathagar.com

আর ডব্লিউ ষ্টুবার্ট ISLAM AND ITS FOUNDER

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আলোক ধারা সবখানেই দেখা যায়। দিনে পাঁচবার ফেজ, দিল্লী, হিজায, ইরান, কাবুল, মিশর ও সিরিয়ায় .....যখন পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে মুসলমানদের নামায পড়তে দেখবেন তখন মেনে নিবেন যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীন সত্য জীবিত আর চিরঞ্জীব।

পাদরী বস্ ওয়ার্থ স্মিথ

ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাধারে তিনটির স্থপতি একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।

গিবন FALL AND THE DECLINE OF ROMAN EMPIRE

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-ই দুনিয়ার একমাত্র আইণ প্রণেতা যিনি দান-খয়রাতের সঠিক পরিমান নির্ধারিত করেছেন।

এল ভি ওয়াগলিয়রি ISLAM OUR CHOICE

যদি কোন ধর্ম মানুষের বুদ্ধি বিবেক ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি না করে তাহলে এমন ধর্ম বেঁচে থাকতে পারে না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ার জন্য এমন এক দ্বীন নিয়ে এসেছেন যা মানুষের মেধাকে উন্নত করে, তার সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগ্রত-তেজোদ্বীপ্ত ও পূর্ণ করে। বুদ্ধির বিবর্তনকে পূর্ণতা দেয় কেননা ইসলামে চেয়ে বেশী মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল ধর্ম দুনিয়াতে আর একটিও নেই।

www.pathagar.com

সোয়াগ UNDERSTANDING ISLAM

ইসলাম ভারসাম্যের ধর্ম..... মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)–এর জীবনাদর্শ ছিল ভারসাম্যের সর্বোত্তম উদাহরণ।

এইচ পাইরীনি MOHAMET AND CHARLEMAGNE (1968)

মানব বিশ্বে একটি শূণ্যতা ছিল। বিরাট বিশাল শূন্যতা। মানুষ হতে মানুষ ছিল বিচ্ছিন্ন ও দূর। আরব মরুতে মাণবিক ঐক্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের যে পয়গাম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন, সে পয়গাম এ শূন্যতাকে পূরণ করে দিলো। মানুষ মানুষের কাছে এলো। " বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে''র যে পরিভাষা আজ আমরা ব্যবহার করে থাকি এর ধারণা রাসূলে আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরই দান।

জর্জ বার্ণাড 'শ

আমার কামনা.....এ শতাব্দী শেষ হওয়া পযর্ন্ত বৃটিশ সাম্রাজের জন্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) –এর শিক্ষা ও আদর্শকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে নেয়া উচিৎ।

মানব জীবনের দোহাই দিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর চিন্তা ও দর্শন হতে গা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

জি এম ড্রেকাট MOHAMET (1916)

মানবেতিহাসে কোন জাতির কর্মপথই নিজেদের অপকর্মের কারণে এত কালো ও কুৎসিত নয় যতটা ইহুদীদের। পশ্চিমা ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীরা ইহুদীদের উপর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর পীড়ন সম্পর্কে হৈ–চৈ, প্রোপাগান্ডা করতে ছাড়েনি অথচ এসব প্রচার প্রোপাগান্ডায় সত্যতাও নেই–নিরপেক্ষতাও নেই।

www.pathagar.com

ইহুদীরা নিজেদের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রথমতঃ তো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর বিরুদ্ধে নানা গুজব ছড়িয়েছে। এরপর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং শত্রুতার বীজ বপন করার প্রয়াস চালিয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর সাথে সম্পাদিত সমস্ত চুক্তি ও অঙ্গিকার সিকেয় তুলে রেখে মক্কার দুশমনদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। আমরা দেখতে পাই যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু ক্ষমাসুন্দর চোখেই এসব দেখছিলেন। ইহুদীরা যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর জান এবং তার দীনকে খতম করে দেয়ার ষড়যন্ত্রগুলো অবিরাম চালিয়ে যেতে থাকলো। এরপর আর ইহুদীদের বিরুদ্ধে পাল্টা কোন ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর হাত থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

অপরিনামদর্শী এবং পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিক ইহুদীদের সামাজিক মানসিকতা বা চিন্তাধারাকে জেনে–শুনে পাশ কাটিয়ে যায়– এমন কোন রাষ্টটি আছে যেখানে ইহুদীরা তাদের সমকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও শত্রুতার বীজ বপন করেনি। এমন কোন ভুখন্ডটি আছে যেখানে থেকে এরা বহিস্কৃত হয়নি? যে ব্যবহার এদের সাথে ইউরোপীয় শাসকরা করেছে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর ব্যবহারের সাথে তার তুলনা করলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে দেখা যায় ক্ষমা ও মহত্বের প্রতিভূ হিসেবে।

ইহুদীদের ইতিহাসের মহা–সংকটকালে যদি তারা কোথাও মাথাগুঁজার ঠাঁই পেয়ে থাকে তবে সেটা মুসলমানদেরই সুবিশাল রাজ্যে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি দুনিয়ার কোন জাতির ব্যাপারে প্রতিশোধ প্রবন হতেন তবে দুনিয়ার কোন মুসলিম রাষ্ট্রই ইহুদীদের আশ্রয় দিতোনা। কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে দেয় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে ইহুদীরা নিজেদের কলুষিত, পংকিল কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণে বাধ্য

www.pathagar.com

করেছিলো। তা সত্বেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানবতাকে সামনে রেখে তার উত্তরাধিকারের মধ্যে ইহুদীদের উপর প্রতিশোধ-নির্দেশনা রেখে যাননি। একারণেই গোটা পৃথিবীটা যখন ইহুদীদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছিলো তখন মুসলমানরাই নিজেদের উদারতা মহত্ব এবং মানবপ্রেমের গুণে তাদের আশ্রয়ে দিয়েছে।

গীবন

বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত শরীয়ত সর্বলোকের জন্য প্রযোজ্য। এই শরীয়ত এমন বুদ্ধিবৃত্তিক মুলনীতি ও এধরণের আইনানুগ পদ্ধতিতে রচিত যে, সমগ্রবিশ্বে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

এডওয়ার্ড মুনন্ট

চিরিত্র গঠন ও সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সাফল্য লাভ করেছেন, সে প্রেক্ষাপটে তাঁকে মানবতার মহান দরদী বলে বিশ্বাস করতেই হয়।

ডি এস মারগোলিউথ MOHAMET AND THE RISE OF ISLAM

তাঁর রহমত ও মানবতা ছিল কূল কিনারাহীন। মানুষ (আশরাফুল মাখলুকাত) সৃষ্টির সেরা বলে অভিহিত হলো। নিম্ন বা ইতর শ্রেণীর সৃষ্টিও তার সমবেদনা, মানবতা এবং মনযোগের লক্ষ্যবস্তু ছিল। তিনি নিষেধ করেছেন, পাখি কিনে বা পোষে তাদের যেন সুটিং এ লক্ষ্য বিন্দুতে পরিনত না করা হয়। যারা আপন উটের উপর নির্দয় হতো তাদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। বিশ্ব জগতের সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল নিঃসীম। পিপড়ার গর্তের কাছে কেউ যখন আগুন জ্বালাতো তৎক্ষণাৎ আগুন নিভিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন তিনি। কুফ্র ও মুর্তিপূজার আমলের সমস্ত কল্প-ধারনা তিনি বিলুপ্ত করে দিলেন। এইসব কুসংস্কার ও ভ্রান্ত-ধারণার ফলে পশু পাখী সম্পর্কে জাহেলী যুগে নানারকম মনগড়া বাজে

www.pathagar.com

এবং অর্থহীন বিশ্বাস ও ধারণা প্রচলিত ছিল। কোন মৃত ব্যক্তির উটকে তার কবরে বেধে দিয়ে মনে করা হতো সে মৃতকে আর ক্ষুধা-পিপাসার সম্মুখীন হতে হবে না। বদ-নজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পশু পালের একাংশকে অন্ধ করে দেয়া হতো। বলদের লেজের সাথে আগুনের মশাল বেধে, বৃষ্টি হবে মনে করে ছেড়ে দেয়া হতো।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশু-পাখী জীব-জন্তুর সাথে সদয় ও প্রীতিপূর্ণ আচরনের শিক্ষা দিয়েছেন। ঘোড়ার মুখে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। গাধার গায়ে দাগ দেয়া এবং মুখে আঘাত করা হতে নিষেধ করেছেন। এমনকি মোরগ এবং উটের নাম নিয়ে যেসব শপথ করা হতো সেসবও বন্ধ করিয়েছেন।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের নিজ দুশমনদের সাথেও দূর্ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। যুদ্ধ বন্দীদের চাহিদার প্রতি যেন পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ ও শিক্ষা সৌন্দর্য এখানেই যে এগুলো দুশমনকেও বাধ্য করেছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তারীফ এবং প্রশংসা করতে।

ডঃ গেসটাউলী

ইসলামের সেই উম্মী নবীর ইতিবৃত্ত বড় আশ্চর্যজনক। তৎকালের কোন বৃহৎ শক্তি যে, জাতিকে নিজের আওতায় আনতে পারেনি, সেই উচ্ছৃংখল জাতিকে তিনি এক আওয়াযে বশীভূত করেন। অতঃপর সেই জাতিকে এমন স্তরে উন্নীত করেন যার দ্বারা পরাশক্তিগুলো তছনছ হয়ে যায়।

বি স্মীথ MOHAMMAD AND MOHAMMADANISM (1874)

কোন ধর্মের প্রচারকই জীব জন্তুর জীবনকে এতো গুরুত্ব দেননি যতটুকু দ্বীন ইসলামের প্রণেতা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন। পশু ও পাখীর রক্ষণাবেক্ষনের উপর যে জোর মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন। তার প্রভাব আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে সমুজ্জল রয়েছে। নতুবা খৃস্টান জগতে পশু-পাখীকে খুবই নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হতো। ইসলামী আদর্শ এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইহুদীরা নিজেদের কলুষিত, পংকিল কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছিলো। তা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানবতাকে সামনে রেখে তার উত্তরাধিকারের মধ্যে ইহুদীদের উপর প্রতিশোধ নির্দেশনা রেখে যাননি। এ কারণেই গোটা পৃথিবীটা যখন ইহুদীদের জন্য সংকীর্ণ হয়েছিলো তখন মুসলমানরাই নিজেদের উদারতা মহত্ব এবং মানবপ্রেমের গুণে তাদের আশ্রয় দিয়েছে।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবন-চরিত যখন ইউরোপ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো তখন যেসব উত্তম ও কল্যাণময় বিষয় ইউরোপ শিখেছে, পশু পাখীর প্রতি ভালোবাসা এবং সহানুভূতিও ছিল এর অন্তর্ভূক্ত।

টমাস কারলাইল

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিন্তাধারা ছিল অতি পবিত্র এবং চরিত্র ছিল অতি উন্নত। তিনি ছিলেন এক সক্রিয় সংস্কারক, যাঁকে আল্লাহ মানুষের হিদায়তের জন্যে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বাণী মূলতঃ খোদারই বাণী। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অক্লান্ত প্রচেষ্টার সাথে সত্যের প্রচার করেন। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর অনুসারী বিদ্যমান। আর এতে সন্দেহ নেই যে, তার সততাই জয়যুক্ত হয়।

ডি এস মারগোলিউথ — MOHAMMAD AND THE RISE OF ISLAM.

বিবি খাদীজার (রাঃ) তিরোধানের পর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে একাধিক বিয়ে করেছেন, পশ্চিমা লেখকরা এর খুবই

www.pathagar.com

সস্তা ও কমদামী ব্যাখ্যা করেছেন এবং তারা অপবাদ আরোপের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। এসব পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা জেনে বুঝে বাস্তবতাকে এড়িয়ে গেছেন। এসবের মধ্যে বেশ কয়েকটা বিয়ে হয়েছে রাজনৈতিক প্রয়োজনে। এদের মধ্যে অনেক বিবিরা ছিলেন পরিণত বয়সের এবং তারা পরাজিত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের গোত্রসমূহের লোক ছিলেন। এসব বিয়েতে মানুষের প্রয়োজনের তাকিদ বলতে আদৌ কিছু ছিলনা। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিত্বের উপর এ ধরনের অপবাদ, মূলতঃ এসব পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের ইসলাম বিরোধী মিশনেরই একটি অংশ মাত্র।

জর্জ বানার্ডশ

আমাদের মধ্যযুগীয় প্রাদ্রীগণ হয় অজ্ঞতার কারণে না হয় দুঃখজনক বিদ্বেষের ফলে পয়গাম্বরের মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মকে কুৎসিত অবয়বে উপস্থাপন করেছেন। আমি পূর্ন দিব্য দৃষ্টিতে একথা ঘোষনা করতে চাই যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন মানব জাতির পথ প্রদর্শক ও মুক্তিদাতা। বরং আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, বিশ্বের শাসন ও একনায়কত্ব যদি আজ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মত পূর্নাঙ্গ ও পরাকাষ্ঠা সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা হয়। তবে এই পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে গোটাবিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার দোলনায় পরিণত হতো।

জর্জ ডব্লিউ লাইট্জ MOHAMMADANISM IN RELIGIOUS SYSTEM OF THE WORLD.

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক সমজে সাহসী, চরিত্রময় এবং কামনামুক্ত-নির্লোভ হিসেবে দৃশ্যমান হন, যে সমাজে সততা, পবিত্রতা, এবং কামনা বাসনা, লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকাটাকে কোন গুণ বলে গণ্য করা হতোনা কেননা এ সমাজ পাপের পংকিল আবর্তে নিমজ্জিত ছিল।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন লাজুক মানুষ। তার যুবা-বয়সে তার সত্ত্বায় কোন সংগতিহীন আচরণ দেখা যায়না। হযরত খাদীজার (রাঃ) সাথে বিয়ের পর তার বর্তমানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর দ্বিতীয় কোন বিবাহ পর্যন্ত করেননি। পয়লা বিবি হযরত খাদীজার (রাঃ) সেবা এবং ভালোবাসায় তিনি এতোই তৃপ্ত ও সমৃদ্ধ ছিলেন যে জীবনের শেষ দিনগলো পর্যন্ত বিবি খাদীজার উল্লেখ ও আলোচনা খুবই প্রীতিপূর্ণভাবে করতেন।

এ সমাজটিতে বসবাস করেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের কোন সময়ই তার কোন বাদী-দাসী ছিলোনা এটি স্বক্ষেত্রে এমন একটি গুরুত্ববহ এবং চমকে দেয়ার মতো বাস্তবতা। যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সততা, পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিচ্ছবি।

নারীকে যে মর্যাদা ও সম্মান মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন তা পাশ্চাত্য সমাজ এবং অন্যান্য ধর্ম কোনদিন দিতে পারেনি।

রেভারেড ডব্লু ষ্টীকেন

তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মূর্তি পূজা এক জগা-খিচুড়ি দর্শনের স্থলে নির্ভেজাল তাওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মানুষের চারিত্রিক মান উন্নত করেন এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত করেন। একটি সুসমন্বিত ও যুক্তি ভিত্তিক উপাসনা রীতি প্রবর্তন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই আকীদা ও ধ্যান ধারনার ভিত্তিতে আবর্জনার মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল গোত্রগুলোকে এক সূত্রে গেঁথে এক শক্তিশালী দলে পরিণত করেন। তিনি আরবে প্রচলিত অনেক ঘৃণ্য রেওয়াজ প্রথার ভিত্তি মূলে চরম আঘাত হানেন এবং লাগামহীন যৌনচর্চার স্থলে একাধিক বিবাহের এক সতর্ক ও বিধিবদ্ধ রীতি প্রবর্তন করেন। কন্যা হত্যার বর্বর নিয়মকে সমূলে উচ্ছেদ

www.pathagar.com

করেন। তুর্কী, ভারতীয়, আফ্রিকান এবং স্থানীয় অসভ্য লোকেরা অবশেষে মূর্তি বিগ্রহগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হয়।

আইরিনা মেডমেক্স WOMEN IN ISLAM (1930)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে তিনটি জিনিষকে তার পছন্দনীয় বলে অভিহিত করেছেন, তা হলো নামায, খোশবু ও নারী। নারী ছিল তার নিকট সম্মানীয়। ঐ সমাজ, যেখানে জন্মের সময়ই পুরুষেরা তাদের কন্যাদের জীবন্ত কবর দিতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে নারীকে দিয়েছেন বেঁচে থাকার অধিকার। নারীজাতির অধিকার সংরক্ষন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে করেছেন। বিশ্ব-আইনের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

নারীকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে মান দিয়েছেন তা আজকের পাশ্চাত্য আধুনিক সমাজেও নারীদের নেই। ইসলামে একজন বিবাহিত মহিলার জন্য আজও যে কোন ইংরেজ রমনীর চেয়ে বেশী অধিকার সংরক্ষিত আছে। যে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সাক্ষ্য দিতে পারে। সত্যায়ন করার অধিকার তার রয়েছে। যা আজকের ফ্রেঞ্চ মহিলাদেরও নেই।

বি স্মীথ MOHAMMAD AND MOHAMMADANISM (1874)

এটা মনে রাখতে হবে যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অধিকাংশ বিয়ে বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হয়েছে। এ ছিল করুনা ও দয়ার ফল। বেশির ভাগ বিয়ে ওসব মহিলার সাথে হয়েছে, যারা কোন কারণ বা ঘটনা বশত কৃপা লাভের উপযোগী পরিস্থিতিতে ছিলেন। (ছিলেন দয়া ও করুনার হকদার) প্রায় সব মহিলাই ছিলেন বিধবা। যারা বিত্তশালী বা উল্লেখ করার মতো রূপ গুনেরও অধিকারী ছিলেন না বরং বাস্তব সত্য হলো এটাই যে তারা ছিলেন অসহায়।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন পূত-পবিত্র, সৎ মানুষ। তার জীবনটা সবসময়ই পাক পবিত্র ও নিষ্পাপ নির্দোষ রয়েছে। অথচ সে সমাজে নারী ছিল খেলনা এবং মূল্যহীন-মর্যাদাহারা। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মর্যাদাহারা সৃষ্টিকে অধিষ্ঠিত করেছেন মর্যাদার আসনে।

জি এম রডওয়েল

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যাবতীয় কাজ এই মহা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হত যে, মানবজাতি যেন অজ্ঞতা, মুর্খতা ও পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। তার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, নিগূঢ় সত্য তথা আল্লাহর একত্বের বহুল প্রচার।

এলবার্ট ওয়েল ও এমেলী ম্যাকলিলন TRANSFORMING LIGHT (1970)

খাদীজার (রাঃ) পর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পয়লা বিবি এমন এক অসহায় বিধবা ছিলেন যার স্বামী নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। এরপর আবু বকরের (রাঃ) একান্ত নিবেদন ও আগ্রহে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর তনয়া আয়েশা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। আবু বকর (রাঃ) ইসলামের এতই খেদমত করেছিলেন এবং তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য এতই আত্মোৎসর্গী ছিলেন যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ নিবেদন আগ্রাহ্য করতে পারতেন না। উমর (রাঃ)-এরও একটি কন্যা ছিল, নাম হাফ্সা। তার স্বামী মারা গিয়েছিলেন। উমর (রাঃ) তার দ্বিতীয় বিয়ে দিতে চাইতেন। বলা হয় তার মেজাজ এতই গরম ছিল যে কেউ তাকে বিয়ে করতে সম্মত ছিলনা আর

www.pathagar.com

মুসলমানরা তাকে গ্রহণ করছিলো না। উমর (রাঃ) যখন আবু বকর ও উসমান (রাঃ)কে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, তারাও তখন এ আবেদন মঞ্জুর করেননি। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসা (রাঃ) কে বিয়ে করলেন। পাক বিবিদের একজন এমন ছিলেন যার পিতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর বিজয় লাভ হয়েছে। গোত্রীয় সর্দারের কন্যাকে বিয়ে করে।

মহাত্মা গান্ধী

ইসলাম নিজের সোনালী যুগে একগুয়েমী ও বৈষম্যবাদ থেকে পবিত্র ছিল। ইসলাম সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা লাভ করেছে। পশ্চিমা দেশগুলো যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন প্রাচ্যে এক নক্ষত্রের উদয় হয় যার আলোকে অন্ধকার পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠে। ইসলাম কোন মিথ্যা ধর্ম নয়। হিন্দু ভাইদের তা অধ্যয়ন করা দরকার। তা হলে তারাও আমার মত ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি যে, ইসলাম তরবারী দ্বারা প্রসার লাভ করেনি, বরং এর মূলে রয়েছে রাসূলে আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর দৃঢ় প্রত্যয়, ঈমান নিজের উপর অন্যকে প্রাধ্যন্য দান এবং অপরাপর মহৎ গুণাবলী। তাঁর এ সমস্ত গুণই মানবাত্মাকে বশীভূতঃ করেছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের দ্রুত বিস্তারে শঙ্কিত। অথচ সেই ইসলাম উন্দুলুস (স্পেন)–কে সভ্যতার আলো দেখিয়েছে। ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ একারণে শঙ্কিত যে, তারা জানে, আফ্রিকান জনগোষ্ঠি ইসলামকে গ্রহণ করলে তারা সমঅধিকারের দাবী তুলবে এবং তজ্জন্য সংগ্রামও চালাবে। আমি নিজে দেখেছি, যারা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেও সে ধর্মের অধিকারসমূহ অর্জন করতে পারেনি। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা মাত্র সুলমানদের সাথে এক সূত্রে গেঁথে যায়।

www.pathagar.com

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইসলামের প্রচারে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক নবতর ধারনার উন্মেষ ঘটেছে।

আর্থার গিলুম্যান

মক্কা বিজয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রশংসনীয় চরিত্রের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। মক্কাবাসীদের অতীত দুর্ব্যবহার তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীকে সকল রক্তপাত থেকে বিরত রাখেন। মহাবিজয় রূপ দয়া প্রদর্শনের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে বিনম্র মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাত্র দশ অথবা বার ব্যক্তিকে তাদের অতীতের জঘন্য অপরাধের জন্য দন্ড প্রদান করা হয়। এর মধ্যে চারজন মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত হয়। অন্যান্য বিজেতাদের তুলনায় এটা একান্ত মানবিক। ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার কালে খৃষ্টান ক্রুসেডাররা ৭০ হাজার মুসলিম নারী, শিশু ও অসহায়দের নির্মমভাবে হত্যা করে।

মরিস গডফ্রে MUSLIM INSTITUTION. P 20

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন রাসূল ছিলেন, কোন ধর্মবেত্তা ছিলেন না, এটা যে-কোন নিরপেক্ষ মানুষের কাছেও সুস্পষ্ট। প্রাথমিক মুসলমানদের যে, সভ্য সমাজ তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, তাঁরা তাঁর আইন ও দৃষ্টান্ত পালন করে সন্তুষ্ট ছিলেন।

এইচ এ আর গিব MOHAMMADANISM P.33

আজ এটা এক বিশ্বজনীন সত্য যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

www.pathagar.com

জে ডেভেন পোর্ট AN APOLOGY FOR MOHAMMAD AND KORAN, P.17

ইসলামের প্রথম অনুসারীরা ছিলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ঘনিষ্ট বন্ধু এবং তাঁর নিকট আত্মীয়। নবীর সত্যতার এটা একটি শক্তিমালী প্রমাণ। কারণ, তাঁরা ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও নবী মুহাম্মাদকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। নবুওতের দাবী যদি তাঁর মিথ্যা হতো, তাহলে এর কৃত্রিমতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের দৃষ্টি এড়াতো না।

বিশপ বয়ড কার্পেন্টার THE PERMANENT ELEMENT IN RELIGION, P. 30

ভয় ও অজ্ঞানতার কুয়াশার মধ্যে দিয়া অনেকেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবলোকন করেছেন। তাঁদের কাছে তিনি এমন ভয়ঙ্কর বস্তু যার সম্পর্কে যে কোন মন্দ কথাই উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু এখন সে সন্দেহের মেঘ দুরীভূত হয়েছে। ইসলামের মহাপ্রবর্তককে এখন আমরা পরিষ্কার আলোকে অবলোকন করতে পারছি।

লা কোঁথে ডি বোলেঁভিলার LA VIE DE MOHA MED, P.P. 143-144

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন, তা তাঁর সাথীদের মন মেজাজ ও দেশের প্রচলিত রীতি-নীতির ক্ষেত্রে শুধু উপযুক্ত ছিলনা বরং তা ছিল এসবের অনেক উর্দ্ধে। তার এ আদর্শ মানবিক প্রবণতার সাথে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মাত্র চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ তাঁর ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করল। সুতরাং এটা এমন একটি মতাদর্শ যার কথা শুনতে হয় এবং যা স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে।

www.pathagar.com

এ্যানি বেসান্ত THE LIFE AND TEACHINGS OF MOHAMMAD. (MADRAS. 1932)

আরবের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন ও চরিত্র যিনি অধ্যয়ন করেছেন। আর যাই করুন সেই মহানবীকে তিনি অবশ্যই ভালোবেসে ফেলবেন। মহাস্রষ্টার এ শ্রেষ্ট বার্তাবাহী জানতেন কি ভাবে জীবন যাপন করতে হয় এবং কিভাবে তা মানুষকে শিক্ষা দিতে হয়, আমি যা বলছি, অনেকেই তা হয়তো জানেন। তবুও যখনই আমি তাঁকে আলোচনা করি, তখনই আরবের সেই শক্তিমান শিক্ষকের প্রতি নূতন করে আবার শ্রদ্ধাবোধ ও অনুরক্তির সৃষ্টি হয়।

এ সি বুকেট COMPARATIVE RELIGION. P.P 269-270

মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ছিল বিলীয়মান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন, ব্যাপক, প্রাণ প্রদীপ্ত ও উদ্যমশীল। অলৌকিকতা প্রদর্শনের সকল দাবীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে চলতেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন, কিন্তু তাই বলে সন্যাসব্রত তাঁর ছিল না।

আর ভি.সি বডলে THE MESSENGER. P. 33

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্মের ইতিহাসে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। কারণ তিনি সন্যাসী ছিলেন না, দেবতা ছিলেন না, অতিমানবিক কোন গুণেরও অধিকারী ছিলেন না তিনি, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে অন্যান্য মুসলমান থেকে তাঁকে পৃথক করা যায় না।

এন এন ব্রে SHIFTING SUNDS. P.16

হজ্জ অনুষ্ঠানের দ্বারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করেছেন, তা নিছক এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনেক উর্ধে। হজ্বের

www.pathagar.com

মহাসম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা আদান-প্রদানের যে স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে, তার কাছে আজকের ইউরোপের সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল প্রচার ব্যবস্থা প্রায় মূল্যহীন।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোটা গোত্রটির বন্ধুত্ব লাভ করে ফেললেন। কেননা এ বিয়ের মাধ্যমে তিনি বিজিত এ গোত্রটির আত্মীয়ে পরিণত হয়ে গেলেন। এভাবে তিনি একদিকে যেমন গোত্রটির সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখলেন, অন্যদিকে শান্তি ও নিরাপত্তাও কায়েম এবং সুদৃঢ় করে দিলেন। এমনিভাবে খায়বার বিজয়ের পরও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্দারদের এক বিধবাকে বিয়ে করেন এবং একথা প্রমাণিত করেন যে তিনি তাদের সম্মান করেন এবং তাদের নিজ বন্ধু মনে করেন। মধ্য বয়সী তিনজন বিধবাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিয়ে করেন, যাদের স্বামীরা জিহাদে শাহাদত বরণ করেছেন। এরও কারণ ছিল। এসব বিধবারা ছিলেন মুসলমান। এদের আত্মীয়-স্বজন যারা কাফির এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শত্রু ছিলো তারা এসব বিধবাদের না খাইয়ে মারতে চেয়ে ছিল। তিনি তার একজন ছিন্নমূল আত্মীয়াকে বিয়ে করে ছিলেন। যার বয়স ছিল পঞ্চাশের উপর। এ মহিলার কোন বাসস্থান ছিলনা। এতে তিনি হযরত আব্বাস এবং ইসলামী দুনিয়ার প্রখ্যাত সেনানায়ক হযরত খালিদ ইব্নে ওলীদ (রাঃ)-এর মনজয় করে নিলেন। যারা ঐ মহিলাটির আত্মীয় ছিলেন। রোমানিয়া সাম্রাজের অধীন মিসরের খৃষ্টান গভর্ণর তার কাছে একটি যুবতী দাসী উপহার পাঠালো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরিত্র ছিল এতই উন্নত যে, তিনি একটা ক্রীতদাসী রাখার পক্ষপাতি কিছুতেই ছিলেন না। নারী জাতির যে মর্যাদা তার কাছে ছিল, তার দাবীও ছিল এই যে তিনি মিসরীয় এ রমণীকে বিয়ে করেন।

www.pathagar.com

এ ডার্মিংহাম THE LIFE OF MOHAMET (1930)

মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কার মুসলমানেরা নিজেদের সহায় সম্পত্তি ও ভিটে-বাড়ী নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করে চলে গিয়েছিল। আর যারা এমন করতে পারেনি, হিজরতের পর আবু সুফিয়ান তাদের ধন সম্পদ ঘর-বাড়ী সব জবরদখল করে নিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানরা যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলো তখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন ফায়সালা দিলেন যা ছিল মানবেতিহাসের (স্বতন্ত্রের দিক দিয়ে) একক ফায়সালা। মক্কা ছেড়ে হিজরতকারী মুসলমানদের তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তারা বিপদে পড়ে যেসব ঘর-বাড়ী নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করে গিয়েছে বা হিজরতের পর মক্কাবাসীরা জবর-দখল করে নিয়েছে, তারা যেন পূণরায় সেগুলোর মালিকানা দাবী না করে। তিনি বললেন- "আমি ওয়াদা করছি, এসব ঘর-বাড়ীর পরিবর্তে জান্নাতে আপনারা বাড়ী পাবেন"।

এলবার্ট ওয়েল ও এমিলি ম্যাকলিলন TRANSFORMING LIGHT (1970)

এবার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন বিজয়ী এবং আরবের শাসন কর্তা ---- তার মুখ নিসৃত প্রতিটি কথাই এখন আইনের মর্যাদা রাখতো। তিনি ছিলেন অবিসম্বাদিতভাবে ক্ষমতাসীন। তিনি ইচ্ছে করলে সমস্ত সম্পদ গুছিয়ে নিতে পারতেন এবং যাপন করতে পারতেন আয়েশপূর্ণ বিলাসী জীবন। মদীনার ওসব মানুষ যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজকেই মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতেন, তারা দেখেছেন, যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। আর তিনি আগের মতই সাদাসিধে ও দারিদ্রের জীবন যাপন করতে থাকলেন। তিনি যা পেতেন অন্যদের মাঝে তা বিলিয়ে দিয়ে নিজে খালিহাতে রয়ে যেতেন।

www.pathagar.com

আর সি ভি বোডলে THE MESSENGER (1954)

বদরে বিজয়ের পর ওহুদে মুসলমানদের পরাজয় হলো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা ক্ষুন্ন করার জন্য এটা ছিল কাফিরদের সুবর্ণ সুযোগ। তারা এ অপপ্রচার চালালো যে, আল্লাহর রাসূল হওয়ার ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাবী মিথ্যা। আল্লাহর প্রেরীত ও প্রিয়বান্দা আবার পরাজিত হবে- তা কি হয়। এসব অপপ্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবগত। এজন্য তিনি পরাভব মেনে নেননি। ওহুদ যুদ্ধে তিনি স্বয়ং আহত হয়েছিলেন। তার বয়স ছিল ৫৬ বছর। তা সত্বেও তিনি এক মহান সেনানায়কের মতো ঘোড়ার পীঠে সওয়ার হলেন এবং আগত বছরগুলোতে শত্রুর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে এবং তদের উপর্যুপোরি পরাজিত করতে থাকলেন। সেনানায়ক হিসেবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা খুবই উন্নত।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মহান সেনাপতি রূপে তার মুজাহিদ ও সাথীদের সাহস এবং মনোবল মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে বৃদ্ধি করতে থাকলেন।

ওহুদ যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় ফিরে গিয়ে শোকরানার নামায পড়লেন এবং ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন- "ওহুদ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে এজন্যে যে আমার সাথীরা এখনো পর্যন্ত পূর্ণরূপে আমার আদেশ পালন করতে শিখেনি" বাস্তবে ছিল তাই। যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হতো তবে ওহুদে মুসলমানদের পরাজিত হতে হতোনা। তিনি বললেন-"আমার বিধি-নিষেধ ও নির্দেশ যদি পালন করা হতো তবে বদরের মতো ওহুদেও আমাদের বিজয় সাধিত হতো।"

www.pathagar.com

বর্ণনায় রয়েছে যে এর অল্পক্ষণ পর তিনি তার জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী রাখলেন। বললেন- "আল্লাহ আমার সহায় এবং আমিও তোমাদের মতোই মানুষ। আল্লাহ আমাকে তার মুখপাত্র মনোনীত করছেন। তাই বলে আল্লাহ আমাকে অমর এবং চিরঞ্জীব বানাননি। আমিও মানুষ এবং নশ্বর।" ওহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জাতিকে যে শিক্ষা দিয়েছেন গোটা মানুবেতিহাস এর উদাহরণ পেশ করতে পারে না। তিনি নিজের মর্যাদা বড়ত্ব বা মু'জেযার ঢোল পিটাননি বরং বলেছেন যে তিনিও আল্লাহর বান্দা-নশ্বর। চিরঞ্জীব সত্ত্বা আল্লাহর। আর মূল কাজ হলো ইসলামের আওয়াজকে বুলন্দ করা। মূলত তিনি অনাগত যুগের প্রতিটি মুসলিমকে জীবন্ত এক পয়গাম দিয়েছেন। আসল জিনিষ হলো ঈমান। আর ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বদলাতেই পরকালের প্রতিদান।

যতদিন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত ছিলেন শুধু ততদিনই তো আর মানুষ উন্নত লাভ করবেনা। তার জীবন-মৃত্যু, মহাসত্য, ইসলামের বিজয়, সৎকর্ম ও কল্যান সবকিছু তার প্রতিদানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি বলেছেন- আমি যদি না থাকি তবে কি তোমরা ময়দান ছেড়ে চলে যাবে? এতে তো আল্লাহ নারাজ হবেন। আর আল্লাহ শুধুমাত্র অনুগতকেই ভালোবাসেন।

ভাষনের পর তিনি মিম্বর থেকে নেমে নিশ্চুপ জনতার মাঝ দিয়ে ধীর পদে বাইরে চলে গেলেন। এক বছর হলো, যখন বদরের বিজয়ে আনন্দোৎসব পালন করা হয়েছিলো। আজ সবাই গম্ভীর এবং নিরব। তথাপি আজ তারা বিজয়ের চেয়েও বেশী অর্থপূর্ণ আনন্দোপভোগ করছিলেন। অন্তরের গভীরে তারা আজ এ কথা অনুভব করছিলেন যে বিপর্যয় যে ধরনেরই হোক, তাদের অগ্রপথিক এমনই মহান, যে কখনও তাদের হীনমন্য হতে দেবেন না।

www.pathagar.com

তিনি যে কত বড় সিপাহসালার ছিলেন তার প্রমান তাবুকের যুদ্ধ থেকে দেয়া যায়।

মরু পাড়ি দেয়া ছিল মুসলমান ফউজের জন্য এক কঠিনতম ব্যাপার। সূর্যাস্তের পর সম্মুখে অগ্রসর হতে হতো। এটাও কোন আরামের বিষয় ছিলনা। কারণ রাত তেমন দীর্ঘও হতো না আর না দিনের সূর্যতাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। দিনের বেলা ছায়া দেয়ার জন্য পাথর ছিলো যেগুলো গরমের দরুন স্বর্শও করা যেতোনা। মাটি এমন ভাবে অগ্নি উদগীরণ করতো যে পাগুলো কয়লার মতো জ্বলতো। বিপদে আরো বেশী বিপদ ছিলো পানি-সংকট। গরম লো-হাওয়া ছিলো অসহ্য। অন্যরা তো অন্য, বুড়ো বেদুঈনরাও এ সময় মরু পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেনি।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সবচেয়ে মহান। তিনি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনিতো বেদুঈন ছিলেন না যে এ অবস্থার অভিজ্ঞতা তার থাকবে। তার যুবক হওয়াতো দূর, মধ্য বয়সও পেরিয়ে গেছেন তিনি। তা সত্ত্বেও তার কর্মপন্থা ছিল অতুলনীয়। তাবুকের এ দায়িত্ব ছাড়া আরও হাজারো যিম্মাদারীর বোঝা তার কাঁধে বহন করছিলেন। এতদসত্ত্বেও তার দৃঢ়তায় কোনরূপ দূর্বলতা আসেনি। কেঁপে উঠেনি তার মজানো কদম। তিনি তার সমস্ত ফউজকে মাল-রসদ সহ এক সপ্তাহের মধ্যে তাবুক পৌছাতে সক্ষম হন। যা রোমান সাম্রাজের সীমান্তে অবস্থিত।

খৃষ্টপূর্ব ৪০১ সালে দশ হাজার গ্রীক ভাড়াটে সৈন্যকে ব্যাবিলন থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পৌছিয়ে সায়েরস যে মহা-সৈন্যাভিযান এর নায়ক বনেছে, সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অভিযান বহুগুণ বড় ও মহত। তিনি চল্লিশ হাজার সৈন্য ও তাদের জানোয়ার সম্বলিত সেনাবাহিনীকে বহু কঠিন পর্যায়গুলো পাড়ি দিয়ে যেভাবে সফলতার সাথে ঠিকানায় পৌছিয়েছেন। এর কোন নজীর

www.pathagar.com

নেই। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহা-সেনানায়ক মহান বীর এবং নিপুন সমরবিশারদ ছিলেন।

ওয়াশিংটন এরভং LIFE OF MOHAMET (1928)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সিপাহসালার এবং সমরনায়ক ছিলেন যিনি ফউজের সর্বশেষ ব্যক্তিটির প্রতিও খেয়াল রাখতেন। তিনি দূর্বলও হীনবলদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

আর ডব্লিউ স্কট ISLAM AND ITS FOUNDER (1876)

সমস্ত রোমান সম্রাট, সিজার থেকে কনষ্টান্টিনোপল দ্যা গ্রেট পর্যন্ত, ব্যক্তিগত শান-- শওকত, বিলাস শৌর্যের প্রতি আসক্ত হওয়ার পাশাপাশি বিজিতদের প্রতি নিপীড়ণমূলক আচরণ চালু রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাদের ধর্মীয় পুরোহিত পাদ্রী এবং যাজকরা তাদেরকে ধর্মীয় অনুমতি পত্র দিয়ে রেখেছিলো যে তারা বিজিত এবং ভিন্ন ধর্মবলম্বী সম্প্রদায়ের উপর সব ধরনের অশোভনীয় আচরণ চালিয়ে যাওয়ার অধিকার রাখেন। এরপর একথা আবার কে অস্বীকার করতে পারে যে দুনিয়ার বেশীর ভাগ ধর্মই তলোয়ার আর ক্ষমতার জোরে প্রচার করা হয়েছে। স্পেনে মুসলমানদের শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের বাধ্যতামূলক ভাবে জোর পূর্বক খৃষ্টান বানানো হয়েছে। প্রভিন্স এবং বার্গেন্ডিতে যা ঘটেছে সেটা ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। যে নতুন পৃথিবী খৃষ্টানরা আবাদ করেছে তা থেকে শতবার চোখ ফিরিয়ে, নজর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও কেউ তার চেষ্টায় সফল হতে পারেনা।

এর বিপরীত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন সেটা হলো মানবেতিহাসের প্রোজ্জলতম অধ্যায়। তিনি তার শ্রেষ্টত্ব ও প্রাধান্য, শত্রুতা-ঘৃনা এবং প্রতিশোধ মূলক সাজা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কর্ম-সাধনার ময়দানে

www.pathagar.com

রচনা করেছেন বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের উপাখ্যান। উন্মুক্ত লড়াইয়ে কোন নিম্নমানের কৌশল অবলম্বন করেননি কোনদিন।

ঐ শহরে যার সর্দার এবং জন সাধারণ তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিলো। সেখানে তাকে বাধ্য করা হয়েছিলো গাছের পাতা আর ছাল খেয়ে জঠর জ্বালা জুড়াতে। সেই শহরেই যখন তিনি বিজয়ীর বেশে পদার্পন করলেন তখন এমনই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যার নজীর কোন দিন কোথাও মিলবে না। গোটা শহরটাকে শোনানো হলো শান্তি ও নিরাপত্তার সূর। মাত্র চারজন মানুষ এমন ছিলো যাদের অপরাধ ক্ষমা করার মতো নয়, এ জন্যেই তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো।

আর বেল THE ORIGIN OF ISLAM IN THE CHRISTIAN ENVIRONMENT (1926)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনে কোনদিন এ দাবী করেননি যে তিনি মু'জেযা সংঘটিত করে দেখাতে সক্ষম। এ দোহাই দিয়ে তিনি নিজের জন্য স্বতন্ত্র কোন নিদর্শনও কায়েম করেন নি। তিনি সর্বদা বলতেন যে সমস্ত আলামত আর নিদর্শন আল্লাহর। আর আল্লাহ পাকের কালাম তার উপর নাযিল হওয়াই সবচেয়ে বড় মু'জেযা।

আর সি ভি বোডলে THE MESSENGER (1954)

তিনি পরিস্কার ভাষায় উত্তর দিলেন, আল্লাহর হুকুমের অধীনে দ্বীনের তাবলীগের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন তিনি। মু'জেযা প্রদর্শনের জন্য না। যাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ সংশয় জাগে, তারা কুরআন শরীফের ব্যাপারে চিন্তা করুক যেটি সবচেয়ে বড় মু'জেযা। নিজের সত্ত্বার সঙ্গে তিনি কোনদিন (বিস্ময়কর অলৌকিক গুনাবলীর) সম্পর্ক জুড়েননি। তিনি নিজেকে 'মানব' আখ্যায়িত করতেন। আর তার দাবী ছিল সঠিক। তিনি আল্লাহর পয়গম্বর ছিলেন। আল্লাহর বাণী ও দ্বীনকে মানবজাতির কাছে পৌছে দিতে এসেছেন।

www.pathagar.com

বি স্মীথ MOHAMMAD AND MOHAMMADANISM (1874)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন না রহস্যের মাঝে ছড়িয়ে আছে আর না এর উপর কোন ছায়া রয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারেতো আমি লুথার এবং মিল্টনের চেয়ে বহু বেশী জানি। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্ত্বার সাথে দৈব, কল্পকাহিনী বা অলৌকিক কোন ব্যাপার জড়িত নয়। তার গোটা জীবনের সমস্ত ব্যাখ্যা সবগুলো খন্ডাংশ সমেত আমাদের কাছে এসে পৌছায়। বস্তুতঃ জীবনটা তার সূর্যের মতো, যার কিরণ বা রশ্মিসমূহ সারাটা জগতকে ঘিরে ফেলে। নিজ জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি সারল্য এবং বিনম্রতাকে বরণ করে রাখেন। তার চরিত্রের সর্বাধিক মাধুরীময় দিক হলো প্রচার ও খ্যাতি এবং শান-শওকত বিমূখতা। তিনি ছিলেন আইন কার্যকারন, ইতিহাস নির্মাতা, শাসক, সেনানায়ক এবং মহান বিচারপতি। এতদসত্বেও তার ব্যক্তিত্বে উজ্জলতম দিক ছিল এই যে তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। এবং আল্লাহর পয়গাম দুনিয়া পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য আবির্ভূত হয়ে ছিলেন। ত্যাগ কৃচ্ছতা এবং ইবাদত বন্দেগীতে তিনি অদ্বিতীয়। তার সাফল্যগুলোও নজীরবিহীন। এত সব সত্বেও তিনি নিজেকে আল্লাহর বান্দা মনে করতেন।

আর সি ভি বোডলে THE MESSENGER

কনফিউশাস এবং বুদ্ধ সম্পর্কে এমন কোন রেকর্ড নেই যা আমাদের পর্যন্ত পৌছতো। আর আমরা তাদের পূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে পারতাম। এ ছাড়া হযরত ঈসা সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ। তার জীবনের প্রথম ত্রিশ বছরের উপর অজানার পর্দা পড়ে আছে। এর বিপরীত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোটা জীবনটা আমাদের ছে সুস্পষ্ট এবং জ্বাজ্বল্যমান। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লাম) সম্পর্কে আমরা এত বেশীই জানি যতুটুকু ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানি যিনি আমাদের সমসাময়িক।

তার সম্পর্কে সমস্ত রেকর্ড, যা তার যৌবন, তার আত্মীয়-স্বজন আচার আচরন ও শৈশব সম্বন্ধীয় মওজুদ আছে। এসব না কল্প কাহিনী আর না জনশ্রুতি, তাঁর আভ্যন্তরীন রেকর্ড প্রসংগে আমরা বিস্তারিতভাবে অবগত আছি। তিনি যখন নবুওয়াত এর দাবী করেছিলেন তখন থেকে শেষ মুহূর্তগুলো পর্যন্ত তার ভেতরকার অবস্থার পূর্ণ রেকর্ড সংরক্ষিত রয়েছে। দুনিয়ার অন্য নবীদের মতো তার জীবনের উপর সংস্কার ও অজ্ঞতার পর্দা নেই। এছাড়া তার জীবনে নেই রহস্যময়তার কোন লেশ।

তিনি আল্লাহর পয়গম্বর ছিলেন। নিজেকে তিনি কোনদিন 'পবিত্র ও সম্মানীয়' বানাতে বা অন্যকে মানাতে চেষ্টা করেননি। তিনি ছিলেন সরল আর পছন্দও করতেন সাদা সিধে জিনিষ। সরলতার পাশাপাশি তার ছিল এক মহান ও শানদার ব্যক্তিত্ব। তিনি সবার মঙ্গল চাইতেন। তার উপর আল্লাহর অহী নাযিল হতো। কিন্তু এতদসত্বেও তিনি তার সম্পূর্ণ জীবনটাকে একটা যৌক্তিক শৃংখলা বা ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালার ভেতর কাটিয়েছেন। নিজেকে তিনি কোনদিন আল্লাহর তূল্য বা অবতার রূপে আখ্যায়িত করেননি। তিনি জানতেন যে তিনি এক মহান পথ প্রদর্শক। কিন্তু তার নেতৃত্বকে তিনি কোনদিনই প্রকাশ্য জাকজমকের আবরনে কৃত্রিম করে তোলেননি। তিনি শাসক ছিলেন। তাই বলে তিনি কোনদিন দরবার নামক কোন কিছুর ব্যবস্থা করেননি সব সময় তিনি এসব ধারণা ও বিশ্বাসকে নিরোৎসাহিত করেছেন যে তিনি অস্বাভাবিক অলৌকিক বা ঐশী কোন কিছুর শক্তি রাখেন।

কোন কোন পরিস্থিতিতে আমরা দেখতে পাই যে তার কিছু সিদ্ধান্ত বা চিন্তাধারা তার সমসাময়িকদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিদ্ধান্ত বা চিন্তা পদ্ধতি মূলতঃ সর্বকালের জন্য কার্যকরের উপযোগী।

www.pathagar.com

টমাস কারলাইল THE HERO AS PROPHET

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েমী জীবন বা বিলাস ব্যসনে আসক্ত ছিলেন না। এ হলো সে সব অপবাদ যা তার উপর ওসব অপরিনামদর্শীরা আরোপ করেছে যাদের হৃদয় মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তার ঘরোয়া আসবাবপত্র বড়ই মামুলী এবং খাওয়া পরা ছিল নিতান্তই সাধারণ আর সাদামাটা ধরনের। কোন কোন সময় এমনো গেছে যে মাসের পর মাস তার বাড়ীতে চুলো জ্বালানো সম্ভব হয়ে উঠেনি।

তার স্বাতন্ত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট এখানেই যে তিনি নিজের সেন্ডেল মেরামত করতেন আর নিজের কাপড়ে নিজে পট্টি লাগিয়ে নিতেন। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু মানুষ। কোনরূপ অর্থহীন বাজে বস্তুর প্রতি তিনি কখনো মনযোগী হননি। পার্থিব আরাম আয়েশ থেকে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত রকম বিমূখ ও বেপরোয়া।

ওসব লোক যারা তার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী ও অনুসারী ছিলেন তারা খাঁটি মনে তাকে আল্লাহর রাসূল মানতেন। কেননা তার গোটা জীবনটাই এদের সামনে একটা খোলা বইয়ের মতোই প্রকাশ্য। কোন রহস্য বা অজানা তার সত্ত্বাকে আবৃত করে রাখেনি। ওরা সবাই জানতেন যে, তিনি কেমন লোক। তার ব্যাপারে এরা কোন অস্পষ্ট ধারনা বা দ্বিধা-সংশয় গ্রস্থ হতেই পারতেন না। একারনেই বিশ্বের কোন শাসক এবং সম্রাটের ভাগ্যে তার সমস্ত সামান-আসবাব, শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের বিশ্বাসী এবং জীবনোৎসর্গী অনুসারী জুটেনি যেমনটি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাভ করেছিলেন। নবুওয়াত ঘোষণা পর হতে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তেইশটি বছর তার চারদিকে অতুলনীয় অনুপম জান কোরবানকারীদের দল হামেশা মওজুদ রয়েছে আর তেইশ বছর ধরে লাগাতর এতে শুধু নতুন লোক শরীকই হয়েছে।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন আযীমুশ্‌শান এবং সুমহানতম পয়গম্বর। তাবুক যুদ্ধে যায়েদ শাহাদাত বরণ করলেন, যিনি তার প্রিয় গোলাম ছিলেন। যাকে তিনি আযাদ করে দিয়েছিলেন। যায়েদের শাহাদতে তিনি বললেনঃ "যায়েদ এবার তার আসল মালিকের পাওনা মিটিয়েছে। এখন যায়েদ তার আসল মালিকের সাথে মিলিত হয়েছে"।

এরপর আবার যায়েদের মেয়েই দেখতে পেলো যে, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এ কথাগুলো উচ্চারণকারী আল্লাহর রাসূল, বার্দ্ধক্যের দ্বারে উঁকি দেয়া শশ্রুমন্ডিত মহানবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন।

ঃ আমি একি দেখছি? যায়েদের মেয়ে অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো।

ঃ তুমি একজন বন্ধুকে তার বন্ধুর জন্যে অশ্রুপাত করতে দেখছো। তিনি উত্তর দিলেন।

বিগত সবগুলো শতাব্দীতে আমরা এমন একজন লোকও দেখতে পাইনি, যিনি সবার ভাই আর সবার বন্ধু ছিলেন। আর তিনি ছিলেন এক সাধারণ মায়েরই সন্তান।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি একজন মহান হিরো হিসেবে এজন্যেই স্বীকার করি যে তিনি যা ছিলেন না তা হওয়ার বা দেখানোর চেষ্টা তিনি কখনো করেননি। আর আত্ম-প্রদর্শন এবং আত্মচিন্তা তার মাঝে আদৌ ছিলই না।

অহংকার বা আত্মম্ভরিতার নাম গন্ধও তার মাঝে ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি এমন কোন বিনয় বা অপারগতা দেখাতেন না যার মধ্যে আত্মনির্ভরতার বিন্দুমাত্র অভাবও প্রকাশ পেতে পারে। যে নির্ভরতা ও দৃঢ়তার মাধ্যমে তিনি পারস্য এবং গ্রীক সম্রাটদের সাথে পত্রালাপ করতেন। তাঁকে দেখুন মনে মনে ভাবুন যে এসব পত্র ঐ লোকটি লিখিয়েছেন যিনি আপন হাতে সাধারণ আর অতি নগন্য কোন কাজ বিন্দুমাত্র দ্বিধা অনুভব করতেন না।

www.pathagar.com

এদিক দিয়েও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুপম। কোন কাজের জন্য কখনো তিনি লজ্জিত বা অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি।....

তাবুক যুদ্ধ এমন ছিল যার উল্লেখ তিনি বেশী বেশী করতেন। কোন কোন সাহাবা পরামর্শ দিলেন সমরাভিযান এখন সমীচীন হবে না। গ্রীষ্মের খরতাপ আসছে আর ফসল কাটার দিনও ঘনিয়ে এসেছে। তিনি বলেছিলেন।

ঃ তোমাদের ফসল .....একদিন বেঁচে থাকে তোমাদের ফসল ..... তোমাদের ঐ ফসলগুলোর কী হবে যেগুলো অমরত্ব লাভ করে হয়ে থাকে চিরঞ্জীব.....গ্রীষ্মকাল .....হাঁ মওসূম অবশ্যই গরম কিন্তু জাহান্নামের আগুন যে এর চেয়েও বেশী গরম।

এডওয়ার্ড গিবন

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর স্মৃতিশক্তি ছিল গভীর, তাঁর রসিকতা ছিল শালীন ও সদাপ্রস্তুত, তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল উন্নত ও মহৎ, তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। জাগতিক শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর গৃহে ভৃত্যের কাজগুলোও করতেন। তিনি আগুন জ্বালাতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, দুগ্ধ দোহন করতেন এবং নিজ হাতে নিজের কাপড় সেলাই করতেন।

স্যার গোকুন চান্দ নারঙ

আরবীয় নবীর শিক্ষা যখন অসভ্য আরবদের মধ্যে উজ্জীবিত করেছিল এক নতুন জীবন তখন তারা হয়ে দাঁড়াল সারা বিশ্বের শিক্ষক আর শিক্ষা বিজয় ও ঐশী সাহায্যের পতাকা উড়তে আরম্ভ করলো একদিকে বাংলা আর অন্য অন্যদিকে স্পেনের উপর।

www.pathagar.com

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনাদর্শ সারা বিশ্বের নিকট আজ অত্যন্ত মূল্যবান। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উচিত তাঁর আদর্শকে অনুসরন করা।

স্যার পি.সি রামস্বামী

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই ব্যবহারিক জীবনে সামান্যতমই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাতির অহঙ্কার, হীনমন্যতার প্রবণতা, সাদা কালো বাদামী বর্ণের অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি কোন তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চাই না। দেখতে পাই ইসলামেই শুধু এমন কোন অহঙ্কার নাই।

মহাত্মা গান্ধী

ইসলাম তার গৌরবময় দিনগুলোতে অসহিষ্ণু ছিল না। তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল দুনিয়ার শ্রদ্ধা। প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত প্রাচ্যের আকাশে উদিত হল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং পৃথিবীকে তা দিল স্বস্তি।

ইসলাম একটা মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক। তাহলে আমার মতই তারা একে ভালবাসবে।

স্বামী বিবেকানন্দ THE GREAT TEACHER OF THE WORLD

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন পয়গম্বর-সাম্যের মানুষের ভ্রাতৃত্বের-সমস্ত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের।

www.pathagar.com

জওয়াহের লাল নেহরু

হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রচারিত ধর্ম, এর সত্যতা, সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা, ন্যায়-নীতি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা ছিল দিশারী।

এইচ জি ওয়েলস AN OUTLINE OF THE HISTORY

উদারতা, মহানুভবতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের গুণরাজিতে ইসলাম পরিপূর্ণ। ইসলাম তার নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতির মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সকলকে একই কাতারে সাম্য মৈত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই সমস্ত মহৎ গুণের অধিকারী হওয়ার দরুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ব্ব প্রকার মানুষের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।

জে ডিভেনপোর্ট APPOLOGY FOR MOHAMMAD AND ISLAM

এমন কোন দলিল-প্রমাণ, সাক্ষী-সাবুদ, এমনকি ইশারা-ইংগিতও পাওয়া যায় না, যার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দাবীর সত্যায়নে কোন সময় কোন রকম প্রতারণা বা তথাকথিত অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেছেন। নিজের ধর্ম ও জীবন বিধানের প্রণয়ন বা প্রতিষ্ঠায় তিনি কখনও কোন ভুল পদক্ষেপ নেননি। এর বিপরীত বরং তিনি পরিপূর্ণভাবে ঐ নির্ভুল জ্ঞানের উপরই নির্ভর করেছেন, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাকে প্রদান করা হয়েছিল।

ইলাহী সত্যতার ভিত্তিতে রচিত নিষ্ঠা, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্ম, সত্যতা ও বিশ্বস্ততার মূল সম্পদ ছিল। এ

www.pathagar.com

সত্যনিষ্ঠ আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার প্রতিটি কাজে। জীবনের প্রতিটি মোড়েই তিনি এ বস্তুনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার প্রতিভূ হিসেবে ছিলেন প্রোজ্জ্বল।

অতঃপর ইসলাম মূর্তিপূজার শিকড়কে উৎপাটিত করলো এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম)-এর জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। ইসলাম প্রচারে তার রণযোগ্যতা যেভাবে কাজে লেগেছে একজন শাসক এবং সংস্কারক হিসেবেও সত্যিকার অর্থে তিনি ইসলামকে ব্যাপৃত ও বিস্তৃত করেছেন। এমন এক মহান বিপ্লব এলো যে আরবদের সব প্রচীন রেওয়াজ পাল্টে গেলো। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার জায়গা জুড়ে এলো ন্যায়নীতি ও সুবিচার। আত্মপক্ষ সমর্থন ও নিজের সাফাই পেশের সুযোগ না দিয়ে কোন কর্মচারীকে সাজা দেয়া যেতো না। আরবের মতো দেশে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল, বস্তুতঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুজেজা।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

আমি প্রশংসা করি ঈশ্বরের এবং আমার শ্রদ্ধা রয়েছে পবিত্র নবী ও পাক কুরআনের প্রতি। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানেরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলো। মিথ্যা দেবতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো তাঁরা আরও অনেক আত্মাকে। তাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন এক মহান ব্যক্তি।

প্রফেসর ষ্টিকেন্স

মহাবিজ্ঞতা প্রসূত একটি মাত্র উদ্যোগে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একই সঙ্গে তাঁর দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com